CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 May 2022 ■ আগরতলা ৩১ মে, ২০২২ ইং ■ ১৬ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা ঘোষিত, বিজেপির ২রা জুন, কংগ্রেস ময়দানে, তৃণমূলও প্রার্থী দেবে

উপনির্বাচন বহুমুখী লড়াইয়ের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজ্য বিধানসভার চারটি আসনে উপনির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা যেমন তুঙ্গে তেমনি নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতিও চলছে জোর কদমে। সোমবার নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে উপনির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলিও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করছে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ৮ নং টাউন বড়দোয়ালী এবং ৬ নং আগরতলা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করলেও সম্ভাব্য দুই প্রার্থীকে সামনে রেখে জোর প্রচার চালাচ্ছে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট সোমবার চারটি আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়েছে। তৃণমূলও প্রার্থী দেবে বলে

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি উপনির্বাচনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেয়। ছবি নিজস্ব।

জানিয়েছে। শাসক দল বিজেপি আগামী ২রা জুন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে বলে জানিয়েছেন। এই উপনির্বাচনে বহুমুখী লড়াই হচ্ছে।

উপনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়েছে বামফ্রন্ট। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে চারটি আসনে উপনির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়ে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান নারায়ণ কর বলেন, অকাল নির্বাচন বিজেপির চরম ব্যর্থতার পরিণাম। তাঁদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ৯-১০ মাস বাকি থাকতেই ত্রিপুরাবাসীকে অতিরিক্ত নির্বাচনের বোঝা বইতে হচ্ছে।

এদিন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, ৬ নম্বর আগরতলা কেন্দ্রে কৃষ্ণা মজুমদার, ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে রঘুনাথ সরকার, ৪৬ নম্বর সুরমা কেন্দ্রে অঞ্জন দাস এবং ৫৭ নম্বর যুবরাজনগর কেন্দ্রে শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ বামফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আগামী ২৩ জুন ত্রিপুরায় ওই চারটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল ২৬ জুন আসবে। তাঁর কথায়, উপনির্বাচনে এবার বামফ্রন্ট দুইজন নতুন মুখ এনেছে। ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী বিশ্বনাথ সাহা এবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তাঁর বদলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। চারটি আসনে নির্বাচনে বিজ্ঞপ্তি জারির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২৮ জুনের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এখন রাজনৈতিক দলগুলির ততরতা আরও বেড়ে যাবে। বামফ্রন্ট ইতিমধ্যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, কংগ্রেস আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। আগামী ২ জুলাই শাসক দল বিজেপি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে। তাছাড়া, উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে বলে জানিয়েছে।৬ নম্বর আগরতলা, ৮ নম্বর টাউন বড়দোয়ালি, ৪৬ নম্বর সুরমা এবং ৫৭ নম্বর যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ৬ জুন। ৭ জুন মনোনয়ন পত্র স্ক্রুটিনি হবে। ৯ জুন মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের অন্তিম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহাকে নোটিশ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা-কে নোটিশ পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তিনদিনের মধ্যে নোটিশের জবাব চেয়েছে কমিশন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় উপনির্বাচন ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে কমিশনে নালিশ জানিয়েছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। পশ্চিম ত্রিপুরা, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় উপনির্বাচন রয়েছে। সরকারী খরচে মুখ্যমন্ত্রী যুবরাজ নগর কেন্দ্রে এবং সুরমা কেন্দ্রে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর সফর করেছেন এবং প্রশাসনিক বৈঠক সেরেছেন বলে জিতেন্দ্র বাবু কমিশনে অভিযোগে বলেছেন।

ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন রবিবার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশ পাঠিয়েছে।ত্রিপুরার অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক নোটিশ প্রাপ্তির তিনদিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বাচনী আধিকারিক নোটিশে লেখেছেন, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে আচরণ বিধির চ্যাপ্টার সাত মোতাবেক কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রিগণ সরকারী কাজ পরিচালনার জন্য সচিবালয় থেকে বাসভবন যাতায়াতে সরকারী গাড়ি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনী প্রচারে সরকারী খরচে যাতায়াত করতে পারবেন না। তাই, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশের জবাব দিতে হবে।

ঋষ্যমুখে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মে।। বিলোনিয়া মহকুমাধীন ঋষ্যমুখের দেবীপুর এলাকার বাসিন্দা সাধন ত্রিপুরা গত এক বছর আগে হরিপুর গোড়াবাড়ি এলাকার পাখি ত্রিপুরা নামে এক মেয়েকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর এক বছর তাদের সংসার খুব ভালোই চলছিল তাদের একটি ৩ মাসের পুত্র সন্তানও রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সোমবার সাতসকালে স্বামী সাধন ত্রিপুরা বাড়ির পার্শবর্তী এলাকায় রাবার গাছ কাটতে গিয়েছেন। আর বাড়িতে গৃহবধূর ভাই সহ আরো কয়েকজন ছিলেন।

কিন্তু এর মধ্যে স্বামী সাধন ত্রিপুরা খবর পায় যে তার স্ত্রী ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলছেন। এই খবর পেয়ে সাধন ত্রিপুরা বাড়িতে এসে দেখে উনার স্ত্রী একটি ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে ঋষ্যমুখ ফাঁড়ি থানার পুলিশ।

মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে বলে জানা যায়। স্বামী সাধন ত্রিপুরা জানান উনাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিল না কিন্তু কী কারণে উনার স্ত্রী পাখি ত্রিপুরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তা তিনি নিজেও সঠিকভাবে বলতে পারছেন না। এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বেতন পাচ্ছেন না মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়াররা, হেডকোয়ার্টার ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। বেতনভাতা বঞ্চিত মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়ারদের ক্ষোভের বহি:প্রকাশ দেখা গেছে। অভিযোগ, গত ৮ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না ৫ শতাধিক মহিলা পুলিশ ভলন্টিয়ার্স। আজ বেতনের দাবিতে পুলিশের সদর দপ্তর ঘেরাও করলেন বিক্ষুব্ধ ভলান্টিয়াররা। মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন একটি প্রকল্পে নির্ভয়া ফান্ডের মাধ্যমে বেশ কয়েকমাস পূর্বে ত্রিপুরায় পশ্চিম ও গোমতী জেলায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগ করার সময় তাদেরকে বলা হয়েছিল প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে বেতনের পাশাপাশি ১ হাজার টাকা করে সাম্মানিক ভাতা প্রদান করা হবে।

কিন্তু মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়ারদের অভিযোগ, নিয়োগের পর এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তারা ১০ হাজার টাকা করে বেতন পাননি। সম্মানিক ভাতাও তারা মাত্র ৫ মাস ১ হাজার টাকা করে পেয়েছে। তাই তারা আজ বাধ্য হয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে জড়ো হয়েছেন। তাঁরা এডিশনাল এসপি অনির্বাণ দাসের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়াররা জানান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাদেরকে এই বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁকে নিকট লিখিত আকারে বক্তব্য জানাতে বলেছেন। তবেই তিনি বিষয়টি উপর মহলকে অবগত করবেন। মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়াররা জানান, এই বিষয় নিয়ে আগামীদিনে তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রয়াস চালাবেন।

নির্বাচন আচরণবিধি প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট স্থানে সম্প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ৩১ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠান যা সমস্ত জেলা সদরে সম্প্রচারিত হওয়ার কথা ছিল সেটি রাজ্যের নির্বাচিত স্থানে বাতিল করা হয়েছে যেখানে আদর্শ নির্বাচন আচরণবিধি বলবৎ রয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গিত্তে এসংবাদ জানান। তিনি বলেন, "পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়, নির্বাচন আচরণবিধি শুধুমাত্র ৬-আগরতলা এবং ৮-বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। ত্রিপুরায় কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের স্থানটি নির্বাচন আচরণবিধি এলাকার বাইরে পড়ে। তাছাড়া, ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এমন কোনও অনুষ্ঠান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাস জমি দখল নিলেন এক ব্যক্তি, গৃহহীন ১৭ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। রাজধানীর রঞ্জিত নগর স্টিল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় বস্তি উচ্ছেদ করা হয়েছে সোমবার। প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে এক ব্যক্তি নিজের জমি দখল নিয়েছেন।

জানা গেছে, ওই এলাকায় মিন্টু সরকারের খাসের জায়গায় ২০০৮ সালে পূর্বতন সরকার ১৭টি পরিবারকে মাথা গোঁজার জন্য ঠাঁই করে দিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক প্রদীপ দেব ওই পরিবারগুলিকে সেই জায়গা থেকে উঠে যেতে বলেন। জায়গাটি ক্রয় করেছেন বলে দাবি করেন।

কিন্তু, ওই পরিবারগুলি জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি না হওয়ায় সোমবার সকালে একজন শ্রমিক নিয়ে সেখানে যান প্রদীপ দেব। অভিযোগ প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই পরিবারগুলির সমস্ত ঘরের বিদ্যুতিক লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ।অসহায় পরিবারগুলির অভিযোগ, জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য আগাম তাঁদের জানানো হয়নি। তাই, তাঁরা সাত দিনের সময় চেয়েছিল। কিন্তু কথা রাখেননি প্রদীপ দেব এবং কোর্টের নোটিশও তিনি দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। ফলে বাধ্য পরিবারগুলি ওই জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাননি তারা।

কল্যাণপুর ও উদয়পুরে দূর্ঘটনায় আহত সাতজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ মে।। কল্যাণপুরে অটো দুর্ঘটনায় শিশুসহ আহত চার। জনমনে চাঞ্চল্য। প্রাপ্ত খবরে জানা যায় সোমবার সকালে তেলিয়ামুড়া থেকে একটি অটো গাড়ি কল্যাণপুরে যাবার পথে তেলিয়ামুড়া খোয়াই সড়কের উপর কল্যাণপুর লোকনাথ সেবা মন্দিরের পাশে অটো গাড়িটি রাস্তায় পাল্টি খায়।

সাথে সাথেই ছুটে আসে আমজনতা। শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি। চারজনকে গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে সাধারণ মানুষ। আহতদের কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতরা হলেন ভুবন শুক্ল দাস। ব য়স ৪৪। বান্টি দাস। বয়স ৩২। নারায়ন দাস। বয়স ৩৪। তৃষ্ণা শুক্ল দাস। বয়স তিন বছর। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক রেশমি দেববর্মা প্রত্যেককেই চিকিৎসা করার পর ছেড়ে দেন।

এদিকে, আবারো যান সন্ত্রাসে তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। উদয়পুরের বৈষ্ণবী চর এলাকায় মারুতি ভ্যান ও একটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই তিন জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, মারুতি ভ্যানটি রাস্তার পাশে দাঁড় করানো অবস্থায় ছিল। সেই সময় একটি বাইক দ্রুতগতিতে এসে মারুতি ভ্যানে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তাতে, বাইক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় আগুনে পুড়ল বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ মে।। সোমবার সাতসকালে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই একটি বসত বাড়ি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টাকা। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন রবিন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শান্তি পল্লী স্থিত রাহুল মিয়া পিতা মৃত বাবুল মিয়ার বাড়িতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোনামুড়া কাঁঠালিয়া মূল সড়ক সংলগ্ন স্থানে তার বাড়িটি হওয়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে মোতায়েন টিএসআর জওয়ানদের রিলিজ করতে কেন্দ্রের কাছে আর্জি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আইন -শৃঙ্খলার কাজে নভেম্বর ২০১৯ থেকে দিল্লি পুলিশের সঙ্গে টিএসআর ব্যাটালিয়নকে রিলিজ করে দিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আগ্রহণী নয় বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত, ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্র দপ্তর চারটি পৃথক চিঠি লিখেছে কর্তৃপক্ষকে টিএসআর জওয়ানদের ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। কিন্তু কোনও ইতিবাচক সাড়া মিলেনি বলে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

১১ মে পাঠানো সর্বশেষ চিঠিটিতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর উল্লেখ করেছে ২৬ জানুয়ারী, ২০২২, ৭ ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ এবং ১৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে তিনটি চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সাড়া মিলেনি। টিএসআরে একটি ব্যাটালিয়ন ২০.১১.২০১৯ থেকে আইন ও শৃঙ্খলা দায়িত্বের জন্য দিল্লি পুলিশের সাথে মোতায়েন আছে। কিন্তু রাজ্যে আমাদের নিজস্ব বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার কারণে, রাজ্য সরকার দিল্লি পুলিশের সঙ্গে মোতায়েন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাবি আদায়ে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুশিয়ারি আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। দাবি আদায়ে জাতীয় সড়ক অবরোধের হুশিয়ারি দিয়েছে আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা। তাঁদের সংগঠন ডিপ্রাইভ রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমৃত রিয়াং আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আগামী ৫ জুন নয় দফা দাবি আদায়ে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের চম্পকনগর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় সড়ক অবরোধ করা হবে।

প্রসঙ্গত, ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামতে চলেছে ডিপ্রাইভ রিটার্নিস মুভমেন্ট কমিটি। এদিন অমৃত বাবু জানান, তাঁদের দাবি নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যসচিব, জেলা শাসক সহ উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক ও মন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা হয়েছে। নয় দফা দাবি পূরণের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই দাবি পূরণ করা হয়নি।

তাঁর সাফ কথা, আগামী কিছু দিনের মধ্যে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে দাবি পূরণে সদুত্তর না মিললে জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হবে। তাঁর বক্তব্য, ৪৮ টি গ্রুপের ৮৫৯ জন আত্মসমর্পণকারী বৈরী নানান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে।

তিনি বলেন, ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে একবার আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় নির্বাচন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই প্যাকেট হেরোইনসহ আটক বহিঃরাজ্যের মাদক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ মে।। ধর্মনগর থানার পুলিশ ও উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার দুই প্যাকেট হেরোইন সহ বহিঃ রাজ্যের এক মাদক পাচারকারী।ধৃত পাচারকারীর নাম সাহেদ আহমেদ(২২) পিতা খৈর উদ্দিন।বাড়ি পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাতারকান্দি থানাধীন কাবাড়ি বন গ্রামের এক নং ওয়ার্ডে।

উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা।ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন রাজবাড়ী এলাকায়। জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ ও উত্তর জেলার গোয়েন্দা পুলিশ রাজবাড়ী এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান চালায়।অভিযান চালিয়ে সাহেদ আহমেদ নামের পাতারকান্দির এক যুবকের কাছ থেকে দুটি সাবানের কেইসের ভেতর থেকে দুই প্যাকেট হেরোইন উদ্ধার করে পুলিশ।

সাথে আটক করা ঐ যুবককে। উদ্ধার হয় একটি এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন।বর্তমানে উদ্ধারকৃত হেরোইন সহ মাদক পাচারকারী পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এদিকে ধর্মনগর থানার অফিসার ইনচার্জ শিবু চন্দ্র দে জানান,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই সাফল্য। উদ্ধারকৃত হেরোইনের বাজার মূল্য আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা হবে বলে জানান ইনচার্জ। তিনি আরো জানান,ধৃত যুবক সড়ক পথে অসমের করিমগঞ্জ জেলা থেকে হেরোইন নিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে ধর্মনগর এসেছিল। পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।মঙ্গলবার ধৃতকে ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানায় পুলিশ।

মুহুরী নদীর পারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। মুহুরী নদীর পারে রহস্যজনক ভাবে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। তবে মৃত্যুর কারন নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম লাল মোহন চক্রবর্তী।

সোমবার সকালে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মুহুরীপুর বনবিহার এলাকায় মুহুরীনদীর পারে এক ব্যক্তিকে পরে থাকতে দেখেন এলাকাবাসীরা। সাথে সাথে স্থানীয়রা বাইখোড়া থানার পুলিশকে খবর দেন। বাইখোড়া থানার এস আই সৌরভ দাসের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পারে নদীর পারে পরে থাকা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা২৪২◘ ৩১ মে ২০২২ ইং ◘১৬ জ্যৈষ্ঠ ◘মঙ্গলবার ◘১৪২৯ বঙ্গাব্দ

হার্দিক পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ

এবারের আইপিএল যেন হার্দিক পান্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ। গত কয়েকটি মরশুম মোটেই ভালো যায়নি তাঁহার। চোট কাটাইয়া উঠিলেও প্রত্যাশিত ছন্দে পাওয়া যাইতেছিল না তাঁহাকে। এই পর্বে শুধুই ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তিনি। কিন্তু স্রেফ ব্যাটার হিসেবে ভারতীয় দলে ফেরায় হার্দিককে পড়িতে হয় জাতীয় নির্বাচকদেরও প্রশ্নের মুখে। তবে এবারের আইপিএলে অলরাউন্ডার হিসেবে নিজেকে ফের মেলিয়া ধরিলেন তিনি। গুজরাতকে চ্যাম্পিয়ন করিবার অন্যতম নায়ক হার্দিকই। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়া গর্বিত অধিনায়কের মন্তব্য, ‘ফাইনালের জন্য সেরা বোলিংটা জমাইয়া রাখিয়াছিলাম। প্রচুর খাটাখাটনি করিয়াছিলাম। তাহারই ফল পাইয়াছি। সঞ্জুকে আউট করিবার পরই বুঝিয়াছিলাম কোন লেংথে বল করা উচিত। আরদ্রুখন ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজের স্ট্রাইক রেট নয়, সবসময় দলের কথা ভাবিয়া খেলিয়াছি। আমার কাছে দলই সবার আগে। নিলামের পরই বুঝিয়াছিলাম যে আমাকে চার নম্বরে নামিতে হইবে।’ শূন্যে ছুড়িয়া দিলেন মুষ্টিবদ্ধ হাত। কীর্তির শিখর ছোঁয়ার দীপ্ত বহিঃপ্রকাশ। ডাগ-আউট থেকে এক দৌড়ে পৌঁছিয়া গেলেন বাইশ গজে। জড়াইয়া ধরিলেন সতীর্থদের। বিজয়ী অধিনায়ককে কুর্নিশ জানাইয়া গর্জিয়া উঠিল লক্ষাধিক দর্শকের গ্যালারি। আবেগের জোয়ারে উদ্বেল হার্দিক পান্ডিয়াও। আবির্ভাবেই গুজরাত টাইটান্সকে ট্রফি জিতাইয়া মোতেরার মহারণে মহানায়ক যে তিনিই !রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে রবিবাসরীয় খেতাবি লড়াইয়ে কী করেননি হার্দিক? তিন উইকেট নেওয়া আগুনে স্পেলে প্রথমে ভাঙন ধরাইয়াছেন বিপক্ষের মিডল অর্ডারে। ধুরন্ধর নেতৃত্বে কুড়াইয়াছেন প্রশংসা। এখানেই শেষ নয়। রান তাড়া করিবার সময় প্রবল চাপেও উপহার দিয়াছেন লড়াকু ৩৪, যা স্নায়ুচাপ কাটাইয়া জয়ের পথে এগিয়ে নিয়া যায় গুজরাতকে। ব্যাটে-বলে-নেতৃত্বে আইপিএল ফাইনালে এমন দাপট অতীতে কেউ দেখাননি। অথচ, ঘরের মাঠে টস হারিয়া শুরু করিয়াছিলেন গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়ক। কে জানিত, তাহার পর শুধুই সাফল্যের আলোয় উজ্জ্বলতা ছড়াইবেন তিনি। যাহা করিবেন সেটাই পরিণত হইবে সাফল্যে। শেন ওয়ার্ন শ্রদ্ধাঞ্জলীর আবেগকে পাশের সবরমতীর জলে ছাড়াইবেন ডুবিয়ে ! ফাইনালে আরও একবার রাজস্থানের হইয়া যাবতীয় লড়াই চালাইলেন ইংলিশ ওপেনার। কিন্তু হার্দিকের বলে তিনি ফিরিতেই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হইয়া ওঠে। এরপর হেটমায়ারের উইকেটও তাঁহার ঝুলিতে। ব্যাটেও তিনটি চার ও একটি ছয়ে চাপ কাটাইলেন যথার্থ অলরাউন্ডারের মতোই। পাশাপাশি মগজাস্ত্রেও নজর কাড়িলেন হার্দিক।

বাবা-মায়ের স্থান কেউ নিতে পারে না, করোনায় অনাথ শিশুদের পাশে রয়েছে গোটা দেশ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): কোনও প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা পিতা-মাতার স্নেহের স্থান নিতে পারবে না। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে ”ধরিত্রী মা” করোনার জন্য অনাথ হওয়া শিশুদের পাশে আছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পিএম কেয়ারস কর্মসূচিতে শিশুদের সুবিধা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় যে সমস্ত শিশুরা বাবা-মাকে হারিয়েছেন সেই সমস্ত শিশুদের উপকৃত হবেন এই সুবিধার ফলে। প্রধানমন্ত্রী এদিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়ার পাশাপাশি পাসবুক ও আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে স্বাস্থ্য কার্ড তুলে দিয়েছেন শিশুদের হাতে। অনাথ শিশুদের সঙ্গে কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, ’আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, আপনাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে শিশুদের সঙ্গে কথা বলছি। আমি আজ শিশুদের মাঝে থাকতে পেরে খুব স্বস্তি অনুভব করছি। পিএম কেয়ারস ফর চিলড্রেন এই সত্যের প্রতিফলন যে প্রতিটি দেশবাসী অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে আপনাদের পাশে রয়েছে।’ শিশুদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’কোনও প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা আপনাদের পিতা-মাতার স্নেহের স্থান নিতে পারবে না। তাদের অনুপস্থিতিতে ”ধরিত্রী মা” আপনার সঙ্গে আছে। ভারত পিএম কেয়ারসের মাধ্যমে তা পূরণ করছে। এটি শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারের একটি নিছক প্রচেষ্টা নয়।’

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, ’শিশুদেরও ”পিএম কেয়ারস ফর চিলড্রেন”-এর মাধ্যমে আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হচ্ছে, এর ফলে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যের চিকিৎসার সুবিধাও পাওয়া যাবে।’ শিশুদের আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’দেশের আবেগ আপনাদের সঙ্গে আছে। এছাড়াও আপনার স্বপ্ন পূরণে গোটা দেশ আপনাদের সঙ্গে আছে। কারও যদি প্রফেশনাল কোর্সের জন্য, উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষা ঋণের প্রয়োজন হয়, তাহলে পিএম কেয়ারস সাহায্য করবে। অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য, প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকার অন্যান্য স্কিমের মাধ্যমে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সমস্ত শিশুরা যখন তাদের স্কুলের পড়াশোনা শেষ করবে, তখন ভবিষ্যতের স্বপ্নের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন হবে। এ জন্য ১৮-২৩ বছরের যুবক-যুবতীরা প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাবেন এবং আপনাদের বয়স ২৩ বছর হলে একসঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা পাবেন।’

শিলচরের আদালতে পেশ গ্রেফতার ১২ জন রোহিঙ্গাকে

শিলচর (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : গতকাল রবিবার শিলচরে ধৃত ২৬ জন রোহিঙ্গার মধ্যে ১২ জনকে আদালতে হাজির করেছে পুলিশ। আদালতের নির্দেশে ৬ জন পুরুষ এবং ৬ মহিলাকে জেল হাজোতে পাঠিয়েছে আদাল। মহিলা কয়েকজনের সঙ্গে ৭-টি শিশুও আছে। এছাড়া ৭ নাবালক-নাবালিকাকে পর্যবেক্ষণ গৃহে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, রবিবার সকালে শিলচরের ব্যস্ততম এলাকা দেবদূত পয়েন্ট সংলগ্ন স্থান থেকে ১২টি শিশু ও আটজন মহিলা সহ মোট ২৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছিল শিলচ সদর থানার পুলিশ। শিলচরের জনৈক দালালের হাত ধরে কাশ্মীর থেকে দিল্লি হয়ে ট্রেনে চড়ে গুয়াহাটির কামাখ্যা স্টেশনে এসেছিল ধৃত ২৬ রোহিঙ্গা। কামাখ্যা থেকে তিনটি বিলাসবহুল ইনোভা গাড়ি রিজার্ভ করে গতকাল সকালে শিলচরে পৌঁছে তারা। তবে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গে তাদের আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

সিধু-খুনে কঠোর পঞ্জাব সরকার

চন্ডীগড়, ৩০ মে (হি.স.): কোনও অপরাধীকে রেহাই দেওয়া হবে না, পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা তথা গায়ক সিধু মুসওয়ালার খুনের ঘটনায় জানিয়ে দিয়েছে পঞ্জাব সরকার। সোমবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর (সিএমও) থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে, কোনও অপরাধীকে রেহাই দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে আরও জানানো হয়েছে, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের বিচারকের অধীনে মামলাটি তদন্ত করার জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধও করবে পঞ্জাব সরকার। শনিবারই পঞ্জাবে ৪২৪ জনের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় পঞ্জাব সরকার। তার মধ্যে ছিলেন এই কংগ্রেস নেতাও। এরপর রবিবারই দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হন সিধু। সিধু মুসওয়ালার নিরাপত্তা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। ডিজিপি-র রবিবারের বক্তব্যেরও ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি। এদিকে, সিধু মুসওয়ালা খুনের ঘটনায় সোমবার চন্ডীগড়ে আম আদমি পার্টির দফতর ও দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গান্ধীজি আপনি এখন পৃথিবীর সম্পত্তি

পবিত্র সরকার

শ্রদ্ধেয় গান্ধীজি, আপনি এ খবর হয়তো রাখেন না, রাখার কথাও না যে, আমাদের অবিভক্ত বাংলায় (অবিভক্ত থেকে ‘বিভক্ত’ হল কেন— সে খবর আপনার চেয়ে আর কে বেশি রাখে।) এবং যেটা আমার এবং আপনার দু’জনেরই ‘স্বদেশ’, সেই ভারতে একটা সময় ছিল যখন আমরা অভিমানভাবে নিজেদের দেশকে ‘স্বদেশ’ ভাবতাম না। সময়টা ঊনবিংশ শতাব্দী, আমাদের পাকাপাকি পরাধীনতা বেশ কিছুদিন শুরু হয়েছে। আমাদের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছিলেন, “স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে, এ দেশ তোমার নয়—/এই যমুনা গঙ্গানদী তোমার ইহা হত যদি,/ পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?”, কিংবা আরেক গোবিন্দ, ইনি গোবিন্দচন্দ্র রায়, তাঁর ‘কলকাতা পরে বল ভারতরে’ গানে ‘নিজবাসভূমে পরবাসী হলে ’ বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছিলেন। এঁদের অনেক পরে, আমাদের সময়ের এক তরুণ কবি বলেছিলেন, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।

স্বদেশ, অথচ শ্বদেশ নয়। মাতা পিতার মাতা পিতাদের জন্মভূমি আমাদের নিজেগেরও অথচ কখনও কখনও মনে হয়, এ আমার দেশ নয়। ‘পরাধীনতা’ তার একটা কারণ, কারণ পরাধীন দেশে স্বদেশের ওই ‘স্ব’ -টা আর একটা শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তাঁর নাম ‘স্বাধীনতা’। কিন্তু স্বাধীন দেশকেও, পুরুষানুক্রমে (নারী অনুক্রমে লেখার সুযোগ নেই বাংলায়, হয়তো ভারতের কোনও ভাষাতেই নেই। যা নিজের নিজের দেশ, তাকেও কখনও কখনও ‘পর’ মনে হয় কেন?

সে তর্কে একটু পরে আসছি, তার আগে এই ভারত কী করে আমার স্বদেশ হয়ে উঠল, সে গল্প বলি। না, আমি ভারতে কোনও বিদেশি অভিবাসী নেই। আমি জন্মেছিলাম যে দেশে, তার নাম ছিল ‘ভারবর্ষ’, আপনার মৃত্যুর পর যার নাম খানিকটা ছেঁটে দিয়ে সংবিধানে শুধু ‘ভারত’ রেখেছে আপনার উত্তরাধিকারীরা। তাই আজও যখন কেউ কথায় কথায় ‘ভারতবর্ষ’ কথাটা উচ্চারণ করে, আমি খানিকটা চমকে যাই---আরে। ‘ভারতবর্ষ’ এখন কোথায়? আগেও তার ইংরেজি নাম ‘ইন্ডিয়া’ ছিল, কিন্তু সংবিধানে বলেই দিয়েছে ‘ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত’, সেখানে ভারতবর্ষ কোথাও নেই।

যাই হোক, আমি জন্মেছিলাম সেই বাতিল ভারতবর্ষে, স্বাধীনতার (আমাদের অভিধানে তার ‘দেশভাগ’ নামে অন্য একটা অর্থও তৈরি হয়ে গেল) বছর দশেক আগে। হ্যাঁ, ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ সালের রাত্রে আমি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টির আনন্দে নয়, নেহাতই মুসলিম লিগের নেতারা ইশকুলে এসে ছাত্রদের হাতে দুটো করে পটকা গুঁজে দিয়েছিল বলে, আমি পটকা ফাটিয়েছিলাম। অভিভাবকরা রাগ করেছিলেন, কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল ওইদিন থেকেই তাঁদের জন্মভূমি আর তাঁদের স্বদেশ রইল না, বিদেশ হয়ে গেল। এ আবার সেই ‘স্বদেশ, অথচ স্বদেশ নয়’-এর গল্প, আপানার কাছে এ গল্প পুরনো। আপনি নিজের মৃত্যু দিয়ে এই ঘটনা ঠেকাতে চেয়েছিলেন। আপনার উত্তরসূরিরা তা হতে দেয়নি, আপনি নিজেও কিছু করতে পারেননি। দুই সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বন্ধ করতে ছুটে গিয়েছেন গ্রামে গ্রামে,। তাতে মৃত্যু আর বিনাশের কত ক্ষতিপূরণ হয়েছে—তা জানি না, কিন্তু মানুষ তারই মধ্যে সান্ত্বনা পেয়েছে, আপনি তাদেরহাতে, আর কিছু না পারুন, বাঁচার ছিন্ন স্বপ্নকে কিছুটা মেরামত করে তুলে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমাদের আর সেই স্বদেশে থাকা হয়নি। তিন মাস পরেই, ১৯৪৭-এর নভেম্বরের গোড়ায় এক স্বদেশ ছেড়ে আমরা অন্য এক স্বদেশে এসে হাজির হলাম। প্রথমে উদ্বাস্তু, শরণার্থী খুব শুনতে হত— এই বাঙালগুলো এসে আমাদের সব কিছুতে ভাগ বসাচ্ছে, ‘বাঙাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু লাফ দিয়ে গাছে চড়ে, ল্যাজ নেই কিন্তু। এসবের জন্য প্রথম প্রথম এই ভারতকে স্বদেশ বলে যদি মনে না হয়ে থাকে, আমাদের অপরাধ নেবেন না।

কিন্তু সময় সব ভুলিয়ে দিল। যারা ‘বাঙাল’ বলে খ্যাপাত তারাও এক সময় বন্ধু হয়ে গেল, কত মানুষ পেলমা এই বাংলার, এই দেশের, যারা আমাকে কত সাহায্য করেছে, ঠেলেঠুলে এগিয়ে দিয়েছে, বিপদ সংকটে রক্ষা করেছে, কষ্ট ঘুচিয়েছে, এমনই বাঁচিয়েছে, জ্ঞানবুদ্ধি আনন্দের বিশাল সিংহদুয়ার খুলে দিয়েছে। বন্ধু, বান্ধবী, পাড়ার দাদা, শিক্ষক, প্রতিবেশী কাকু,কাকিমা, মাসিমারা, সহপাঠী সহপাঠিনীরা, রাজনৈতিক সহযোদ্ধা আর নেতানেত্রীরা, ছেলেবেলার উদ্বাস্তু স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ —সব আমাকে আস্তে আস্তে ভারতের নাগরিক করে তুলেছে। তেমন করে আর ভাবতেই দেয়নি যে, আমার জন্ম হয়েছিল অন্যত্র, যা প্রথমে ছিল পূর্ব বাংলা, তার পরে হল পূর্ব পাকিস্তান, এবং শেষে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এক মহাগৌরবময় সংঘটনে, হয়ে উঠল বাংলাদেশ। আমি আর সেই ভূখণ্ডের নাগরিক রইলাম না, হয়ে গেলাম ‘ইন্ডিয়ান’, কিন্তু সব তো ছিঁড়ে ফেলা যায় না। আমার নিজের যমজ বোন থেকে গেল সেই অঞ্চলে, গত অক্টোবরে তার মৃত্যু পর্যন্ত, ওই দেশের নাগরিক হয়ে। আমার আর তার স্বদেশ এক ছিল না। তাই আপনার ওপর আমার প্রথম দিকে কিছুটা অভিমান ছিল। সেই যে ইংরেজি ছড়া, যাতে একজন বলছে, I don$t like you Doctor Fell, The reason why I cannot tell না, মোটেই সেরকম নয়। প্রথম কারণটা হল দেশভাগ। আমাদের যখন ডেরাডান্ডা গুটিয়ে ‘বাপ্ বাপ্’ বলে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে এই ‘ইন্ডিয়া’র পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে হল, রাতের ঢাকা মেল সকালবেলায় আমাদের শিয়ালদহ স্টেশনে উগরে দিল, পথে দর্শনা স্টেশনে পাকিস্তানি পুলিশের হাতে আমার বাড়ির লোকজনের প্রচুর হেনস্তা হওয়ার পর—কারণ তারা আমার মায়েরসোনার গহনাগুলোকে ‘পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্পত্তি’ বলে দাবি করেছিল। তখন থেকে আমি, এক এগারো বছরের নাদান কিশোর, আপনার ওপর কী ভয়ানক রেগে ছিলাম, জানালে আপনি তাজ্জাব হয় যেতেন। কারণ আমার চারপাশের বড়রা আমাকে বুঝিয়েছিল, আপনিই হিন্দুস্তান পাকিস্তান ভাগ হওয়ার মূলে। যাই হোক, সেসব বৃত্তান্ত বলে আর কী হবে? আমরা এপারে এসে জীবন আধাখ্যাঁচড়া করে গুছিয়ে যখন পড়াশোনার ঢুকে পড়লাম, তখন পুরনো আর একটা ব্যাপারে আমার খুব খটকা লাগল। সেটা ১৯২১ সালের ঘটনা, আমার কাছে ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হঠাৎ আপনার এখটা কথার লাঠালাঠি লেগে গেল। অথচ দু’জন দু’জনকে কী শ্রদ্ধাই না করতেন। চিরকাল। তিনি আপনাকে ‘মহাত্মা’ বলতেন, আপনি তাঁকে ‘গুরুদেব’ বলতেন, আর একথাও তিনি বারবার বলেছেন যে ভারতের সমগ্র জনতার নেতা হিসেবে আপনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার আগে কংগ্রেস ছিল বাবু আর মধ্যবিত্তদের একটা দল মাত্র। আপনি আসায় সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালির ভূমিকা দুর্বল হয়ে গেল—এটা নিয়ে তিনি মাথাই ঘামাননি, ওই ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না যে, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেছেন, আপনার আহ্বানের মধ্যে সত্য ছিল, তাই আপামর আহ্বানের মধ্যে সত্য ছিল, তাই আপামর ভারতবর্ষ আপনার ডাকে আশাতীতভাবে বাড়া দিয়েছিল। তিনিই তো বললেন, ‘এমন সময় মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে—তাদের আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এই জন্যেই তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে। তিনিই ১৯২১ এ লিখলেন ‘সত্যের আহ্বান’, যখন আপনি বলেছিলেন, সকলে চরকা কাটো, তা হলেই এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এসে যাবে। রবীন্দ্রনাথ কি আপনাকে বুঝতে ভুল করেছিলেন? আজকালকার ভাষায় যাকে ‘বিনির্মাণ’ বলা হয়, তা কি তিনি করেননি আপনার কথাগুলোর? বিনির্মাণ করলে কী পাওয়া যেত?

কিংবা ধরুন ১৯২৩-এর ‘শিক্ষার মিলন’। সেখানও কি আপনি তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিপক্ষ নন? যখন তিনি বলেন, “আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, ‘ঐ কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক একগ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষেরে মতো পরিবহার করা চাই। এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথাও নয়। এই কথাগুলোর লক্ষ্য কে ছিল? আপনিই তো? কেন আপনি বার বার এমন কথা বলেন, যাতে আপনার সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ীকে, শুধু তাই নয়—এক ক্রান্তদর্শী মানুষকে আপনার কথার প্রতিবাদে একাধিকবারকলম ধরতে হয়? ভারত আধ্যাত্মিক, ইউরোপ বস্তুবাদী, বস্তুসর্বস্ব-ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের এক মিথ্যা অহমিকা আপনার মধ্যেও প্রবাহিত দেখে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেয়েছিলেন। বিদেশি শাসন আমরা মানব না, কিন্তু বিদেশি বিদ্যাকেও জ্ঞানচর্চাকেও আমরা ঘরে ঢুকতে দেব না, এ কেমন কথা। রবীন্দ্রনাথের এই দু’টি ছত্র কি আপনার জানা ছিল না—‘দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমচাকে রুখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?’

আমার খুব অদ্ভূত লাগে ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাটা। আপনি রবীন্দ্রনাথের ওই অবিস্মরণীয় চিঠিটিকে শ্রীনবাস শাস্ত্রীকে লেখা আপনার চিঠিতে বললেন, যেন একটু ব্যঙ্গের সুরে burning letter কিন্তু তার বিশেষণ দিলেন Premature আবার সেই সঙ্গে একটু স্তোকও দিলেন যেন, but he cannot be blamed? কেন? আমরা রবীন্দ্রনাথের ভুলটা এখনও বুঝতে পারি না তো। আপনি নিজেই তো কিছু পরে আপনার পদক আর পদবি ‘কাইজারি-ই-হিন্দ’ ব্রিটিশ সরকারকে ফিরিয়ে দিলেন। একজন পেয়েছিলেন কবিত্বের জন্য নাইটবহুড, আর আপনি পুরস্কার পেয়েছিলেন সরকারকে সাহায্য করার জন্য। দুয়ের মূল্য আমরা এক মনে করি না। আর আপনার বেছে নেওয়া, মাত্র দু’মাস পরে, কী হিসেবে mature হলতা আমরা বুঝতে পারি না।আর ও অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে। আপনি রামমোহনকে ‘পিগমি’ কেন বললেন—তার কার্যকারণ আমরা কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি আজও। বা ১৯৩৪ সালে বিহারের ভূমিকম্পকে “ভারতের অস্পৃশ্যতার পাপের ফল’ বলা, যার প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথও করেছিলেন। সেই জন্যই বোধ হয় আপনার মানসসন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৬১ সালে তখনকার বম্বেতে রবীন্দ্র জন্মশতাবার্ষিকীর উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন এই রকম একটা কথা Though I was closer to Gandhi, my mind was more in tune with Tagore in many respects. যদিও আমি গান্ধীজির বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম, আমার মন অনেক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিল। ;তবু আপনার আর রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব সারা দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয়েছিল, সন্দেহ নেই। আমরা এই বন্ধুত্বকে গভীর শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার সব দায় আপনি আপনার প্রাণ দিয়ে মাটিয়ে গিয়েছেন। ভাবা যায়, যে একজন স্বদেশের আর স্বধর্মের মানুষ আপনাকে গুলি করে হত্যা করল, আপনি ‘হে রাম’ বলে লুটিয়ে পড়লেন মৃত্যুতে? যে দেশের জন্য আপানি এথ করলেন সেই দেশ অসহায় বিস্মিতক চোখে আপনার হত্যা প্রত্যক্ষ করল। তখনও হয়তো সেই প্রয়াত কবি বলতে পারত, ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না’।

আজ ওই ‘রাম’ নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে। আপানাকে জানাই, যদিও জানিয়ে কোনও লাভ নেই— এই মৃত্যুর সংবাদে আমিও কেঁদেছিলাম, পরদিন পাঁচ কিলোমিটার দূরে শীতের কাঁসাই নদীতে খালি পায়ে স্নান করে ফিরেছিলাম। মহম্মাদ রফির সেই ব্যাকুল গানটি এখনও আমার কানে বাজে, ‘শুনো শুনো ভাই দুনিয়াওয়ালো বাপুজি কি আমরা কহানি।’ আপনি এখন পৃথিবীর সম্পত্তি। আপনার সহিষ্ণুতার বাণী মার্টিন লুথার কিং-কে উদ্বুদ্ধ করে, নেলসন ম্যান্ডেলাকে প্রেরণা দেয়। পৃথিবী আপনাকে গ্রহণ করেছে, তবু এই দেশের আপনাকে বড় দরকার। ‘হে মহামানব, একবার এসো ফিরে’। এখনও, খণ্ডিত হলেও, সমগ্র ভারতকে ভালবেসে ডাক দেওয়ার কেউ নেই। দুই -জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হওয়ায় সমস্যা কিছুই মেটেনি। ভারত থেকে গিয়েছে অজস্র মুসলমান। গোরক্ষক আর হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণে তাদের দিন কাটে সন্ত্রাস, আতকে। পাকিস্তানে বাংলাদেশের হিন্দুত্ব সংখ্যার কমে আসছে, তার কারণ রাষ্ট্রে সুরক্ষাহীনতা নয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্র যথেষ্টই অনুকূল, কিন্তু সেখানে প্রতিবেশীদের জমি, গৃহভূমি আর অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রলোভন কোথাও কোথাও তীব্র হয়ে ওঠে। পাকিস্তানে তো রাষ্ট্রও তত সহৃদয় নয়। আর তার মধ্যে জলঘোলা করতে নেমে পড়েছে আইএসআইএস নামে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা, যারা বিশ্বজুড়ে ইসলামের সাম্রাজ্য কায়েম করার স্বপ্নে মত্ত। কিংবা ধরুন ১৯২৩-এর ‘শিক্ষার মিলন’। সেখানও কি আপনি তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিপক্ষ নন? যখন তিনি বলেন, “আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, ‘ঐ কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক একগ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা, ওরা আধ্যত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষেরে মতো পরিবহার করা চাই। এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথাও নয়। এই কথাগুলোর লক্ষ্য কে ছিল? আপনিই তো? কেন আপনি বার বার এমন কথা বলেন, যাতে আপনার সবচেয়ে বড় শুভানুধ্যায়ীকে, শুধু তাই নয়—এক ক্রান্তদর্শী মানুষকে আপনার কথার প্রতিবাদে একাধিকবারকলম ধরতে হয়? ভারত আধ্যাত্মিক, ইউরোপ বস্তুবাদী, বস্তুসর্বস্ব-ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের এক মিথ্যা অহমিকা আপনার মধ্যেও প্রবাহিত দেখে রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পেয়েছিলেন। বিদেশি শাসন আমরা মানব না, কিন্তু বিদেশি বিদ্যাকেও জ্ঞানচর্চাকেও আমরা ঘরে ঢুকতে দেব না, এ কেমন কথা। রবীন্দ্রনাথের এই দু’টি ছত্র কি আপনার জানা ছিল না—‘দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমচাকে রুখি, সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?’যাই হোক, আমার স্বদেশ এখন এই ভারত, খণ্ডিত হোক, যাই হোক, যা এক হিসেবে আপনিই সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য স্বদেশ পাওয়ার সুযোগ আর সম্ভাবনা একেবারে ছিল না তা নয়। কত মানুষই তো নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে যায়, গিয়ে সেখানকার নাগরিক হয়। দেশ তাদের উচ্চকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত সুযোগ সরবরাহ করতে পারে না। আমি হয়তো ভীরু বলেই তাকে চাইনি। স্বদেশপ্রেমের দোহাই দেব না, কারণ স্বদেশের এখন যা অবস্থা তার জন্য কষ্টে থাকি। আপনার হত্যাকারীর মন্দির খাড়া করার উগ্যোগ চলছে, আপনার ‘ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম’ নন্ত্রকে উপহাসের বস্তু করে তোলা হচ্ছে। ইংরেজ কবির মতো বলতে পারছি না, মিলটনকে তিনি যা বলেছিলেন, Thou should’ st be living at this hour কী জানি, এখন বেঁচে থাকলে আপনাকে হয়তো আবার মরতে হত। আপনাদের মতো মানুষকে, যাঁরা স্বদেশকে মহত্ত্ব দেন, তাঁদের বহুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। আপনাকে প্রণাম। হয়তো আবার মরতে হত। আপনাদের মতো মানুষকে, যাঁরা স্বদেশকে মহত্ত্ব দেন, তাঁদের বহুবার মৃত্যুবরণ করতে হয়। আপনাকে প্রণাম। (সৌজন্যে প্রতিদিন)

পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় হত বটদ্রবা থানা দাহনকাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত আশিকুল ইসলাম

নগাঁও (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বটদ্রবা থানায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত আশিকুল ইসলামের। আজ ভোররাতে আশিকুলকে নিয়ে জুরিয়ার সোনাইবেড়ায় তার বসতঘরে অভিযান চালাতে গিয়েছিল পুলিশ। তার বাড়ি থেকে ফেরার পথে গাড়ি থেকে ঝাঁপ মেরে পালাতে গেলে পিছন থেকে পুলিশের আরেকটি গাড়ির ধাক্কায় আশিকুলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অবশ্য পুলিশের এক অফিসার এবং চার জওয়ান সামান্য ঘায়েল হয়েছেন।

নগাঁওয়ের পুলিশ সুপার লীনা দলে জানান, ধিং থানার সহযোগিতায় গতকাল নগাঁও পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগ্যাশন টিমের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছিল বটদ্রবা থানা দাহন কাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত আশিকুল ইসলাম। গত ২১ মে ঘটনার পর থেকে স্থান বদল করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল আশিকুল। তিনি বলেন, ভিডিও ফুটেজ দেখে থানায় অগ্নিসংযোগকারী ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজে মূল অভিযুক্ত হিসেবে আশিকুল ইসলামকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গায়ে লাল রঙের টি-শার্ট পরিহিত যুবকটি (আশিকুল) থানা চত্বরে তরুণী-মহিলাদের হাতে পেট্রোলের বোতল ও দিয়াশলাই দিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে উসকানি দিয়েছিল, ভিডিও ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে।

এর পর বহু স্থানে অভিযান চলানোর পর গতকাল রবিবার তাকে গোপন ঘাঁটি থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর গোটা দিন আশিকুলকে টানা জেরা করেছিলেন খোদ পুলিশ সুপার লীনা দলে এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) ধ্রুব বরা। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গতকাল রাতে জুরিয়ার সোনাইবেড়ায় তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, একটি পয়েন্ট (.) ৩২ পিস্তল, সাত রাউন্ড সক্রিয় গুলি এবং যে লাল রঙের টি-শার্ট পরে সেদিন সে থানায় অগ্নিসংযোগে লিপ্ত ছিল, সেই শার্টও বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, জানান পুলিশ সুপার দলে।

পুলিশ সুপার আরও জানান, উদ্ধারসামগ্রী সহ আশিকুলকে নিয়ে নগাঁও সদর থানায় ফেরার পথে রাইদঙিয়া নামের এক জায়গায় সে পুলিশের গাড়ি থেকে ঝাঁপ মেরে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পুলিশের জওয়ানবাহী আরও একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয় আশিকুল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দ্রুত নগাঁওয়ে ভোগেশ্বরী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই দুর্ঘটনায় পুলিশের এক অফিসার এবং চারজন জওয়ান সামান্য ঘায়েল হয়েছেন, জানান পুলিশ সুপার লীনা দলে। তিনি জানান, ইতিমধ্যে আশিকুলের মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য ভোগেশ্বরী ফুকননী অসামরিক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, জনৈক যুবকের মৃত্যুর অজুহাতে নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবার পুরনো থানায় অগ্নিসংযোগ করেছিল উন্মত্ত জনতা। অগ্নিসংযোগ করেই ক্ষান্ত হয়নি তাঁরা, উন্মত্ত জনতা থানার নতুন ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে থানায় মজুত বিপুল সংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র, মোটর সাইকেল, সরকারি নথিপত্রে অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করে দিয়েছিল। উন্মত্ত জনতার হাতে কয়েকজন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় পকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী: জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন। সরকারের কাজের ধরনও আজ বদলে গেছে। আগে পরিকল্পনা ছিল কাগজে-কলমে, এখন সেগুলো তৈরির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।

সোমবার কেন্দ্রে মোদী সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে বিজেপি সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। এদিন নড্ডা আরও বলেন, ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত বিজেপি অনেক দূর এগিয়েছে। আজ আমরা দেশে একটি দায়িত্বশীল সরকার দেখছি। তিনি বলেন, আগে পরিকল্পনা ছিল কাগজে কলমে। কিন্তু আজ কোনও প্রকল্পের ঘোষণা থেকে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত ক্রমাগত নজরদারি করা হয়। আমরা অন্ত্যোদয়কে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়েছি।

শিক্ষা, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অর্জনের উল্লেখ করে নড্ডা বলেন, আগের সরকারের ৭০ বছরে শিক্ষা বিভাগ ৬.৩৭ লাখ প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করেছিল। মোদী সরকারের ৮ বছরের মেয়াদে ৬.৫৩ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করা হয়েছে। সার্বজনীন শিক্ষার রূপকল্প নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা বিশ্বস্তরে প্রশংসিত হয়েছে। কারণ করোনা সংকটে স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক বিষয়েও যদি কোনও দেশ সমাধান করে থাকে, তা হল ভারত। দুই বছর ধরে প্রায় ৮০ কোটি দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে ৫ কেজি রেশন দেওয়া হচ্ছে। কিষান সম্মান নিধির অধীনে এখন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বার্ষিক ২ হাজার টাকার তিনটি কিস্তির আকারে ১০ টি কিস্তি দিয়েছেন।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে করিমগঞ্জে বাম সংগঠনের মিছিল

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : পেট্রোপণ্য, রন্ধন গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শ্রমজীবী মানুষ সহ সাধারণ জনগনেণের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে, অভিযোগ সিপিআইএমের। সরকারের বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে সমগ্র দেশে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন প্রতিবাদি কর্মসূচি পালন করছে সিপিআইএম। চলতি মাসের ২৫ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি, চলবে ৩১ তারিখ পর্যন্ত। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সিপিআইএম আজ সোমবার এক প্রতিবাদী মিছিল বের করে। বেশ কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী দল এই প্রতিবাদী মিছিলে শামিল হয়েছিল। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ করিমগঞ্জ শহরের কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে প্রতিবাদী মিছিলটি যাত্রা শুরু করে। শহরের প্রতিটি প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে এসে মিছিল সমাপ্ত হয়। মিছিল শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিআইটিইউর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। খাদ্যবস্তু, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, রন্ধন গ্যাস, শিশুখাদ্য, ঔষধপত্রের দাম গরিব, সীমিত আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার উপর বিশ্রিভাবে প্রভাব ফেলেছে। দেশে বেকার সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। দেশের অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এই প্রেক্ষাপটে সাতদফা দাবির ভিত্তিতে ২৫-৩১ মে দেশব্যাপী প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামদলগুলি।

জেলা সম্পাদক মণ্ডলির অন্যতম সদস্য তরুণ গুহও সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য পেশ করেছেন। আজকের মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য কৃপেশ দাশগুপ্ত, কালিপদ নাথ, পার্থ হাজরা, মহীতোষ ভট্টাচার্য, অরুণ দত্ত সহ জেলা এবং লোকাল কমিটির সদস্যরা।

পাহাড়লাইনের নিউহাফলং স্টেশনকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সচল করার লক্ষ্যে চলছে সংস্কার কাজ

হাফলং (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর রেলপথের দৃষ্টিনন্দন নিউহাফলং রেলওয়ে স্টেশনকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চালু করার লক্ষ্য নিয়ে চলছে সংস্কার কাজ। তবে কি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবে, সে সম্পর্কে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল ১৫ জুনের মধ্যে শিলচর-নিউহাফলং-শিলচর যাত্রীবাহী ট্রেন চালাতে চাইছে। কারণ নিউহাফলং স্টেশন পর্যন্ত যদি প্রথম অবস্থায় যাত্রীবাহী ট্রেন শুরু করা যায়, তা-হলে দক্ষিণ অসম এবং মিজোরাম ও ত্রিপুরার রেল যাত্রীদের কিছুটা দুর্ভোগ মিটবে। কেননা, হাফলং থেকে লামডিং-লংকা-গুয়াহাটি হয়ে সড়কপথে বা লামডিং গিয়ে ট্রেন ধরে রাজ্যের অনান্য অংশ বা বহিঃ রাজ্যের অন্যান্য অংশে যেতে পারবেন যাত্রীরা। অনেক যাত্রী রয়েছেন যাঁরা সড়কপথে গাড়ি চড়ে যাওয়ার বদলে ট্রেনে যেতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাই আপাতত শিলচর-থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হলে সমস্যা কিছু মিটবে।

কিন্তু ১৫ জুনের মধ্যে নিউহাফলং স্টেশনকে পূর্বের রূপে নিয়ে আসা যাবে কি না, এনিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ। গ্রাউন্ড রিপোর্ট এবং কারণ কাজের গতি দেখে ধারণা করা হচ্ছে, এতে ১৫ জুনের মধ্যে নিউহাফলং স্টেশনে সচল করে তোলা প্রায় অসম্ভব। নিউহাফলং স্টেশনের সামনে এখনও ব্যাপক জল জমে রয়েছে। এমন-কি কাদা আর মাটিতে থইথই করছে সমগ্র স্টেশন চত্বর।

এদিকে নিউহাফলং স্টেশনকে পুর্ননির্মাণ করতে রেল বিভাগ কাজ দিয়েছে লক্ষণ গুপ্তা নামের এক ঠিকাদারকে। কিন্তু পাহাড় লাইনের সবচেয়ে বড় এই রেল স্টেশন যেখানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, মাত্র ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন শ্রমিক, তিনটি জেসিবি ও চার-পাঁচটি ট্রিপার কাজে লাগিয়েছে। যে রেল স্টেশনটি আজ সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, তাকে পুর্ননির্মাণ করতে প্রায় দুই থেকে আড়াইশো শ্রমিকের প্রয়োজন। তাছাড়া ৫০ থেকে ৬০টি জেসিবি ও ট্রিপারের প্রয়োজন রয়েছে। ঠিকাদারের এ ধরনের কাজ নিয়ে খোদ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকরা সংশয় ব্যক্ত করেছেন। তবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আজ নিউহাফলং স্টেশনে উপস্থিত হয়ে ১৫ দিনের মধ্যে স্টেশনটি সচল করে তুলতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে জেসিবি দিয়ে মাটি সরিয়ে তা নিয়ে ফেলা হচ্ছে স্টেশনের পাশে জাটিঙ্গা নদীতে। এভাবে পাহাড়-প্রমাণ মাটি সরিয়ে যদি নদীতে ফেলা হয় তা-হলে বৃষ্টি হলে আরও বড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং ডিভিশনের ডিআরএম জিএস লাখরা লামডিং থেকে সড়কপথে ডিটেকছড়া সহ নিউহাফলং স্টেশন, দাওটুহাজা ও ফাইডিংয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে সব অংশে ধস নেমেছে সেই সব অংশের কাজ খতিয়ে দেখেছেন।

ডিমা হাসাও জেলার করোনায় পিতৃমাতৃহারা এক শিশু অন্তর্ভুর্ক্ত পিএম কেয়ার প্রকল্পে

হাফলং (অসম), ৩০ মে (হি.স.) : করোনায় পরিজন হারানো ডিমা হাসাও জেলার এক শিশু পেয়েছে স্কলারশিপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশব্যাপী করোনায় পরিজন হারানো শিশুদের জন্য পিএম কেয়ার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন সোমবার। করোনায় নিজের পিতৃমাতৃহারা ডিমা হাসাও জেলার এক শিশু এই পিএম কেয়ার প্রকল্পে অন্তর্ভুর্ক্ত হল। করোনার পরিজন হারানো শিশুদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত সুরক্ষিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার পিএম কেয়ার প্রকল্প চালু করেছে। আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পিএম কেয়ার প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী স্মৃতিজুবিন ইরানি এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কগণ। পিএম কেয়ার প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ডিমা হাসাও জেলাও এতে অংশ গ্রহণ করে। এই প্রকল্পে করোনায় পরিজন হারানো শিশুদের থাকা-খাওয়া শিক্ষা স্বাস্থ্যবিমা সহ শিশুর ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার পিএম কেয়ার প্রকল্পে স্কলারশিপ প্রদান করবে। সোমবার ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক নাজরিন আহমেদ পিএম কেয়ার প্রকল্পে এই পাহাড়ি জেলার এক শিশুকে এই স্কলারশিপ তুলে দিয়েছেন। শিশুটির বাবা ও মা দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে করোনায়। আজ এই শিশুটির হাতে পিএম লেটার স্নেহপত্র পিএম কেয়ার পাসবুক, প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য যোজনা কার্ড, সঙ্গে মিষ্টি ও উপহার সামগ্রী তুলে দেন জেলাশাসক।

পরিষেবা, সুশাসন, দরিদ্র কল্যাণ মোদী সরকারের আত্মা: জেপি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : পরিষেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণ মোদী সরকারের আত্মা বলে অভিহিত করলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সভাপতি জেপি নড্ডা। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে বিজেপি সদর দফতরে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, দেশ "স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব"ও উদযাপন করছে এবং আজ দেশ মোদী সরকারের আট বছর উদযাপন করছে, সেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণ। পরিষেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণ, এটাই হচ্ছে মোদী সরকারের কাজের পদ্ধতি এবং মোদী সরকারের আত্মা।

আট বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাজে নতুনত্ব সবসময়ই দেখা যায়। এই উদ্ভাবনের অধীনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী "নমো অ্যাপ"-এর অধীনে মাইক্রোসাইটে একটি মডিউল স্থাপন করেছেন। এই মাইক্রোসাইট টু টুথ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে সরকার ৮ বছরের মেয়াদে কী কী কাজ করেছে তার তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় রাজনীতির সংস্কৃতি বদলে দিয়েছেন।

সরকারের কাজের ধরনও আজ বদলে গেছে। ২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। আজ আমরা দেশে একটি দায়িত্বশীল সরকার পেয়েছি।

নড্ডার পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর সহ অনেক মন্ত্রীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

তিন দিনের দিল্লি সফরে নবীন পট্টনায়েক, কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে

ভুবনেশ্বর, ৩০ মে (হি.স.) : সোমবার তিন দিনের সফরে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও তাঁর দেখা করার কথা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের চারটি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন এবং আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে বিজেডি সভাপতির জাতীয় রাজধানীতে সফর তাৎপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় সরকারিভাবে প্রকাশ না করলেও দলীয় সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পট্টনায়েকের বৈঠকের সময় অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আলোচনার জন্য আসবে। প্রসঙ্গত, গত ২৯ এপ্রিলের পর ৩০ দিনের ব্যবধানে এদিন পট্টনায়কের দ্বিতীয় দিল্লি সফর। তবে একটি বেসরকারি নিউজ চ্যানেলের সঙ্গে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থীরা মনোনীত হওয়ার পরেই তার দল তার পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। দল বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ উভয়ের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখেছে। কিন্তু বিজেডি ২০১৭ সালে রামনাথ কোবিন্দকে সমর্থন করেছিল।

চালু হল আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশনের ড্যাশবোর্ড

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (এনএইচএ) আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন-র ড্যাশবোর্ড চালু করেছে। আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট নম্বর, হেলথকেয়ার প্রফেশনাল রেজিস্ট্রি (এইচপিআর) এবং হেলথ ফ্যাসিলিটি রেজিস্ট্রি (এইচএফআর) সম্পর্কিত তথ্য পাবলিক ড্যাশবোর্ডে পাওয়া যাবে।

ড্যাশবোর্ড অনুসারে, এদিন পর্যন্ত মোট ২২.১ কোটি আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে, ১৬.৬ হাজারেরও বেশি এইচপিআরতে নিবন্ধিত হয়েছে, ৬৯.৪ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্য সুবিধা এইচএফআর-এ নিবন্ধিত হয়েছে। ১.৮ লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্য রেকর্ড ইতিমধ্যে ব্যবহারকারীদের লিঙ্ক করা হয়েছ।

চাঙ্গা শেয়ারবাজার, সপ্তাহের শুরুতেই ঊর্ধমুখী সেনসেক্স

মুম্বই, ৩০ মে (হি. স.) : সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার অনেকটা ঊর্ধমুখী সেনসেক্স ও নিফটি। ৫৫ হাজারের গণ্ডি টপকে ৫৬ হাজারের ঘরের কাছে পৌঁছে গেল সেনসেক্স সূচক। যার ফলে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা লাভ হল বিনিয়োগকারীদের।গত সপ্তাহের শেষের দিকে আচমকাই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শেয়ারবাজার। এদিন সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে আগের দিনের তুলনায় প্রায় ছয়শো সূচক বেশি নিয়ে সেনসেক্সের পথচলা শুরু হয়েছিল। তার পরে একই গতি নিয়ে এগিয়েছে। শেষ পর্যন্ত বাজার বন্ধের সময়ে এক হাজার ৪১ দশমিক শূন্য আট পয়েন্ট বেড়ে ৫৫, ৯২৫. ৭৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে সেনসেক্স। আর ৩০৮ দশমিক ৯৫ সূচক বেড়ে নিফটি দাঁড়িয়েছে ১৬,৬৬১ দশমিক ৪০ পয়েন্টে। এদিন বাজারে তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যাঙ্ক এবং তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলির শেয়ার দর একলাফে অনেকটাই বেড়েছে। মূলত এই চার ক্ষেত্রের শেয়ারের দৌলতেই লক্ষ্মীলাভ ঘটেছে বিনিয়োগকারীদের। সবচেয়ে বেশি শেয়ার মূল্য বেড়েছ টাইটানের। বিখ্যাত ঘড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থার শেয়ারদর একদিনে বেড়েছে ১০৬ টাকা ৭০ পয়সা। তবে লোকসানের মুখ দেখেছে কোটাক মাহিন্দ্রা। এদিন সংস্থার শেয়ার দর ৪৩ টাকা কমেছে। হিন্দুস্থান সমাচার /

কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতের ওপর আক্রমণের নিন্দা 'জয় কিষাণ আন্দোলন'-এর

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে (হি. স.) : কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েতের ওপর 'বিজেপি দলের কর্মীদের বর্বর হামলার' নিন্দা জানাল কৃষক সংগঠন জয় কিষাণ আন্দোলন। সোমবার বেঙ্গালুরুতে এক কৃষক সম্মেলনে হওয়া এই ঘটনার প্রেক্ষিতে জয় কিষাণ আন্দোলনের রাজ্য সভাপতি প্রবীর মিশ্র এক বিবৃতিতে বলেন: "দিল্লীর কৃষক আন্দোলনের ফলে হার স্বীকার করে তিন কালা কৃষি আইন প্রত্যাহারের কথা ভুলতে পারছে না শাসক বিজেপি দল। তাই কখনও সরাসরি বা কখনও কর্মী প্রতিনিধি মারফৎ এ ধরণের হিংসাত্মক হিংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের রাজ্য পুলিশের আরও বেশি সতর্ক ও সক্রিয় ভুমিকা পালন করা উচিত ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "এসব ঘটনায় দেশের কৃষক সমাজ মোটেই দমে যাবেনা। এমএসপি গ্যারান্টি আইন প্রণয়ন সহ আরও বিভিন্ন কৃষকের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করার জন্য কৃষকরা রাজ্যে রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। অতীত আন্দোলনের থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ এখনই না নিলে, অচিরেই তার ফল ভোগ করতে হবে।'

দিল্লিতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ পড়ে সম্পত্তির ক্ষতি, জল জমে বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : সোমবার দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় গাছ, ভবনের অংশ, অস্থায়ী কাঠামো ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে মুষলধারে বর্ষণে প্রচণ্ড গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলল সাধারণ মানুষের।

এদিন দুপুরের পর হঠাৎ করেই আবহাওয়া পাল্টে যায়। এর ফলে দিল্লির বেশিরভাগ এলাকায় প্রবল বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে এবং হঠাৎ অন্ধকার নেমে এসেছে। প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির কারণে অনেক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। দিল্লির কনৌট প্লেসে ঝড়ের বেগে একটি গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে একটি গাছ। এছাড়া দিল্লির ভাই বীর সিং মার্গেও এদিন ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ে একটি গাছ, বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। বৃষ্টির কারণে কোথাও কোথাও রাস্তায় জল জমে যায়। এর ফলে অনেক জায়গায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। এ ছাড়া ৮টি বিমানের যাত্রার পরিবর্তন করা হয়েছে।

দিল্লি পুলিশ কন্টোল রুম বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে ৭টা পর্যন্ত গাছ পড়ার বিষয়ে ২৭৭টি ফোনকল পেয়েছে। একই সময়ে, ১০ থেকে ১৫ জনের সামান্য আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মামলা: সিভিল জজ কোর্টে আরও দুটি পিটিশন দাখিল

মথুরা, ৩০ মে (হি.স.) : সোমবার সিভিল ডিভিশন আদালতে ধর্ম রক্ষা সংঘ ট্রাস্ট এবং অল ইন্ডিয়া হিন্দু মহাসভা শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি বনাম শাহী ইদগাহ মসজিদের মামলায় আরও দুটি পিটিশন দায়ের করেছে। এর মধ্যে কোর্ট কমিশনার নিয়োগ করে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মামলার নিয়মিত শুনানি ও শাহী ইদগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের ভিডিওগ্রাফির দাবি জানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে জেলাশাসক-পুলিশ সুপারের কাছে প্রতিদিন ইদগাহে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, জুন মাসে আদালত এক মাসের জন্য ছুটিতে থাকবে বলে শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি বনাম শাহী ইদগাহ মসজিদ মামলার বিষয়ে মথুরা আদালতে অনেক আবেদন করা হয়েছে। সোমবার ধর্ম রক্ষা সংঘ ট্রাস্টের জাতীয় সভাপতি সৌরভ গৌর এবং অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কোষাধ্যক্ষ দীনেশ কৌশিক সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন আদালতে দুটি পৃথক আবেদন করেছেন। দুটি আবেদনেই প্রথম দাবি হল শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মামলার নিয়মিত শুনানি হোক আদালতে। এছাড়াও ১ জুন থেকে ৩০ জুন গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রতিদিন জেলাশাসক-পুলিশ সুপারের সঙ্গে ইদগাহে যাওয়ার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দাবি হল, শাহী ইদগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সে লিপিবদ্ধ হিন্দুদের মূর্তি মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে, এজন্য কোর্ট কমিশনার নিয়োগ করে ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি করতে হবে। এই বিষয়টি গ্রহণযোগ্য কি না, আগামী ১ জুলাই শুনানি হবে আদালতে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক

ভুবনেশ্বর, ৩০ মে (হি.স.) : সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের পট্টনায়েক বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি ওড়িশা সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাদের সাহায্য চেয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গেও দেখা করবেন এবং তাঁর সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করবেন।

প্রসঙ্গত, সোমবার তিন দিনের সফরে তিনি দিল্লিতে আসেন। রাজ্যের চারটি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন এবং আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে বিজেডি সভাপতির জাতীয় রাজধানীতে সফর তাৎপর্যপূর্ণ।

কয়েক লক্ষ টাকার বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার স্বরূপনগরে

স্বরূপনগর, ৩০ মে (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্বরূপনগরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল সংখ্যক কচ্ছপ। সোমবার ভোরে পাচারের আগে বিরল প্রজাতির কচ্ছপগুলি উদ্ধার করে বন দফতর। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে পরেশচন্দ্র মাঝি এবং গৌতম মজুমদার নামে দুই পাচারকারীকেও। এদিন ভোরে গোপন সূত্র মারফত বন দফতরের কাছে খবর আসে, স্বরূপনগরের সীমান্তবর্তী চারঘাট এলাকায় জড়ো হয়েছে সন্দেহভাজন কয়েকজন। তাদের কাছে রয়েছে বেশ কয়েকটি বস্তাও। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বসিরহাট থেকে বন দফতরের একটি টিম অভিযান চালায় সেখানে। তাদের দেখে বস্তাগুলো ফেলেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে সন্দেহভাজনরা।

পিছু ধাওয়া করে দু"জনকে ধরে ফেলা হয় হাতেনাতে। বাকিরা অবশ্য বন দফতরের আধিকারিকদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এরপর বস্তাগুলো খুলতেই লক্ষ্য করেন, বস্তার মধ্যে ভর্তি কচ্ছপ। যেগুলো বিরল প্রজাতির। বন দফতর সূত্রে খবর, বাজেয়াপ্ত হওয়া কচ্ছপের পরিমাণ প্রায় এক টনের উপর। যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। এর পিছনে আর কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বন দফতরের তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি / কাকলি

সিধু মুসেওয়ালা খুনে উত্তরাখণ্ড থেকে আটক ৬

দেহরাদুন, ৩০মে (হি.স.) : সিধু মুসেওয়ালা খুনের তদন্তে নেমে উত্তরাখণ্ড থেকে ৬ জনকে আটক করেছে পঞ্জাব পুলিশের এসটিএফ। সোমবার উত্তরাখণ্ড পুলিশের সঙ্গে যৌথ তল্লাশিতে নামে পঞ্জাবের তদন্তকারী টিম। এসটিএফ সূত্রে খবর, সন্দেহভাজনদের দেরাদুনের পেলিয়ন পুলিশ থানা এলাকা থেকে আটক করা হয়।তাদের মধ্যে একজন লরেন্স বিষ্ণোইয়ের গ্যাংয়ের লোক বলে জানতে পেরেছে এসটিএফ। রবিবার পঞ্জাবে খুন হন জনপ্রিয় গায়ক সিধু মুসেওয়ালা। ছেলের এই পরিণতির জন্য পঞ্জাব সরকারকে দায়ী করে পরিবার। তারা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে খুনের তদন্তের দাবি তুলেছে। একই দাবি জানিয়েছে বিজেপিও। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মানের পদত্যাগের দাবি তুলেছে কংগ্রেস। মুসেওয়ালা খুনে উঠে এসেছে কানাডাবাসী গোল্ডি ব্রার এবং গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের নাম। গোল্ডি বিদেশে থাকলেও বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত লরেন্স বন্দি তিহারের জেলে। এদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সূত্রের খবর, তিহারের জেলে বসে সিধুকে খুনের ছক কষা হয়। তারই তদন্ত দিল্লি পুলিশ করবে বলে জানা গিয়েছে।

চিত্রকুটে বাস ও বোলেরোর সংঘর্ষে ৪জন নিহত, জখম ১২

চিত্রকুট, ৩০ মে (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের চিত্রকুট জেলার খোহ গ্রামের কাছে ঝাঁসি-মির্জাপুর জাতীয় সড়কে বাস ও বোলেরোর সংঘর্ষে চারজনের মৃত্যু হয়েছে।এই ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জন জখম হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। জানা গিয়েছে, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ওভারলোডেড প্রাইভেট বাস এবং একটি বোলেরো গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। চিত্রকুট পুলিশ জানিয়েছে, চিত্রকূটের জেলা সদর দফতর কার্ভি থেকে যাত্রী বোঝাই একটি বাস প্রয়াগরাজ যাচ্ছিল। সদর কোতোয়ালি এলাকার খোহ গ্রামের কাছে জাতীয় সড়কে বিপরীত দিক থেকে অনিয়ন্ত্রিত গতিতে আসা একটি বোলেরো গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে।বাসের অন্তত ১২ যাত্রী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আহতদের চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সঞ্জয় / কাকলি

দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেফতার করল ইডি

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : গ্রেফতার দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-এর নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। কলকাতা-ভিত্তিক একটি কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কিত হাওয়ালা লেনদেনে যুক্ত থাকার একটি মামলায় সোমবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মন্ত্রী সত্যেন্দ্রকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। চলতি বছরের জানুয়ারিতে হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে বেআইনি ভাবে আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের বাড়ি এবং দফতরে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল ইডি। তাঁর স্ত্রী ইন্দু এবং কয়েক জন আত্মীয়ের নামে থাকা ৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সোমবার সেই বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে ইডি সূত্রের খবর। তার আগে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে সিবিআই সত্যেন্দ্রর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। সে সময় অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাঁকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার /

লরেন্স বিষ্ণোইয়ের এনকাউন্টারের ভয়, সুরক্ষার দাবি আদালতের কাছে

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালা হত্যার ঘটনায় সোমবার দিল্লি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিহার জেলে বন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই পঞ্জাব পুলিশের এনকাউন্টারের ভয়ে আতঙ্কিত। তাঁর আইনজীবী বিশাল চোপড়া এদিন দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে বিষ্ণোইয়ের নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন করেছেন। আইনজীবী আবেদনে বলেন, পঞ্জাব পুলিশ জেলে লরেন্সের মুখোমুখি হতে পারে। পিটিশনে বলা হয়েছে, লরেন্স বিষ্ণোই একজন ছাত্র নেতা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তাকে পঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের একাধিক মামলায় জড়ানো হয়েছে। তিনি আশঙ্কা করছেন, পঞ্জাব পুলিশ তাকে এনকাউন্টার করতে পারে। লরেন্স বিষ্ণোই গত এক বছর ধরে তিহার জেলে বন্দি। এখন পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, রাজস্থান বা অন্য রাজ্যের পুলিশও তাকে বিভিন্ন মামলায় হেফাজতে নিতে পারে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুড়ি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন। বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয় --- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালিরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড়পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

ডিপ্রেশন কমায় না ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড

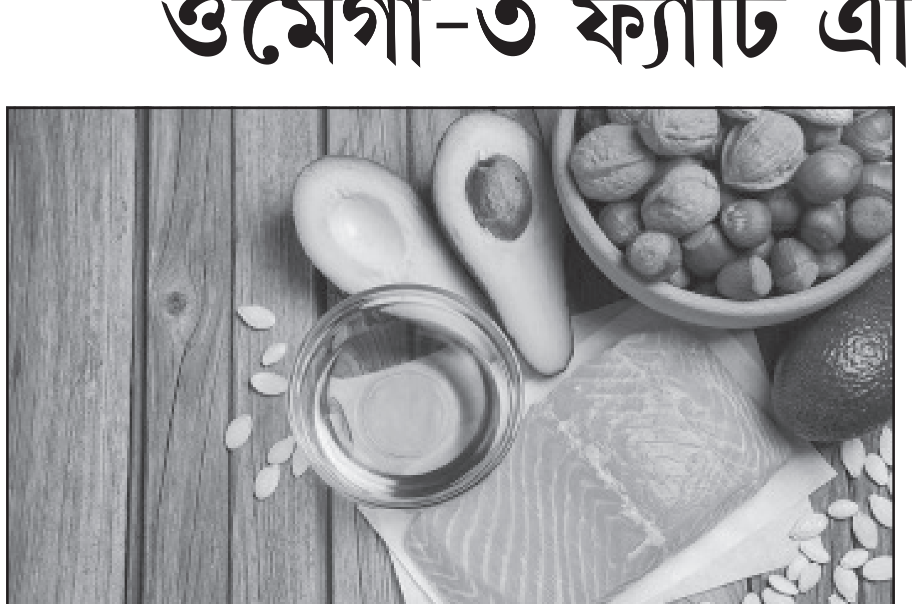

ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর উন্নতমানের কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি, যোগ করেন ক্যাথরিন। আরো বলেন, ডিপ্রেশন নিরাময়ক ওষুধের চেয়ে ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড মানসিক অবসাদ কিছুটা কমায়। কিন্তু এ দুটোর পার্থক্য খুবই কম।

ওমেগা ৩ফ্যাটি এসিড সাধারণত স্যালমন, টুনা, অন্য সামুদ্রিক খাবার, বাদাম ও কিছু বীজে পাওয়া যায়। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তবে চলিত গবেষণায় ডিপ্রেশন দূর করতে এর সক্রিয়তা খুব একটা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

বিগত গবেষণাগুলোতে মেজর ডিপ্রেশনের রোগীদের মাছের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড বিষন্নতার প্রাকৃতিক নিরাময়ক বলেই আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ডিপ্রেশন কমায়, এর প্রমাণ খুব কম।

একহাজার চারশ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর পরীক্ষিত ২৬টি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা একথা বলেছেন।

তারা বলেছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ক্যাপসুল মানসিক রোগ নিরাময়ক ওষুধের তুলনায় কম ফলদায়ক। কিন্তু ডিপ্রেশন কমাতে এর গুণাগুণ খুব একটা জোরালো নয়। যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মূল লেখক ক্যাথরিন এপ্লিটন জানান, ডিপ্রেশনের ওপর ওমেগা ৩

বীর্যের উল্টামুখী প্রবাহ

রেট্রোগ্রেড অর্থাৎ বিপরীতমুখী বীর্যস্থান বলতে বুঝায় পুর্নতৃপ্তিতে বীর্য স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবনালী দিয়ে বাহিরে না এসে মূত্রথলির দিকে চলে যাওয়া। উল্টোমুখী বীর্যপ্রবাহের সাথে যৌন উত্তেজনা তথা লিঙ্গোত্থান অথবা মিলনে চরমানন্দ পাবার সাথে কোন সম্পর্ক নেই. এটি শরীরে জন্য বিপদজনক নয় — তবে সন্তান জন্মদেবার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন কি কারণে হতে পারে? মূত্রথলি মুখের পেশির গঠনবিকৃতি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অধিক হস্তমৈথুন টিএমএস কিংবা অন্য কোন কারণে মূত্রথলি মুখ খোলা বন্ধ করা নিয়ন্ত্রক স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যকারিতা হারালে বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপরীতমুখা বীর্যস্থলরেন অন্যান্য কারণ সমূহ --- মূত্রথলি মুখে অস্ত্রোপচার। মুষ্ক অন্ডকোষে অস্ত্রপ্রচার। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অন্ডকোষ বড় হয়ে যাওয়া কিংবা অন্ডকোষের কার্যপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ডায়াবেটিসে কারণে স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া. স্পাইনাল কড তথা মেরুদন্ডে ইনজুরি। ইত্যাদি বিপরীতমুখী বীর্যস্থল এর লক্ষণ সমূহ--- উল্টামুখী বীর্যস্থলনের অতি পরিচিত লক্ষণগুলো হল --- বীর্যহীন চরমানন্দ খুব অল্প পরিমাণে বীর্য নির্গত হওয়া--- পুরুষ বান্ধত্য। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের চিকিৎসা পদ্ধতি— উল্টোধাবিত বীর্যস্থলনের চিকিৎসা এ রোগের কারণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। এ সমস্যার কারণে যদি কোন ওষুধের পাশ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ঔষধ সেবন বন্ধ করতে হবে. বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন শারীরিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চরক্তচাপের প্রভাবে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের সমস্যা— উল্টাধাবিত বীর্যস্থলনের বহুল প্রচলিত সমস্যা তথা প্রধান সমস্যা হল সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। পুরুষ বান্ধত্বের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে উল্টাধাবিত বীর্যস্থলন।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা--- জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

আভাকাডো--- আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লটাথায়ন নামক এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। ব্রকলি— ব্রকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়েদেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু— এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ— মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরের হজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যেহেপাটাইটিস বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আখরোট— আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটিঅ্যাসিড রয়েছে যা লিভারপরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। আমলকি— আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

পা থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পা ঘামা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই ঘামার মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনার কপালে দুর্ভোগই আছে বলতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম থেকে যে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে পারেন আপনি। তবে আপনি একটু সচেতন হলেই পা ঘাম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জেনে নিন হাত পা ঘামার কারণ সাধারণত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে আপনার হাত পা ঘামতে পারে। এছাড়া শরীরের ভেতরের ভারসাম্যহীনতাও আপনাকে ঘর্মাক্ত করে তোলবে। বংশঘতভাবে এ রোগ থাকাও হাত পা ঘামার কারণ। কেন হয় পায়ের দুর্গন্ধ। পায়ের ঘাম পায়ের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ। ঘেমে যাওয়ার ফলে পায়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এক সময় এই ব্যাকটেরিয়া পায়ে আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ পা এই অবস্থায় থাকলে পায়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। জুতো মোজা নিয়মিত না পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে।

রোধ করুন সহজেই—

পা সবসময় পরিষ্কার রাখুন।

বাইরে থেকে এসেই পা ধুয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলুন। ধোয়ার পর ভালো মতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করুন। নিয়মিত জুতো পরিষ্কার রাখুন। চাইলে জুতায় মাঝে মধ্যে পাউডার দিয়ে রাখতে পারেন। মাঝে মধ্যে জুতো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। সম্ভব হলে কয়েক জোড়া জুতো এবং মোজা ব্যবহার করুন। সুতি মোজা ব্যবহার করলে ভালো কারণ সুতি মোজা ঘাম শুষে নেয়। বাজারে ঘাম শুষে নেয় এমন জুতোও পাওয়া যায়। চাইলে এমন জুতো ব্যবহার করুন।

যে বাজে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহোর হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে তাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের সঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে আমাদের দেহ কি ধরনের হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না।

বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। হাড়ের রোগগুলোর মাঝে অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।

এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদঅভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা।

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া—

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত করে। যদি এগুলো পরিমিতি খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা—

একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা—

ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিঙ্কসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালশিয়াম দূর করে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি।

স্টেরয়েড ব্যবহার করা—

অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

পঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটছে তা প্রকাশ্যে : সুনীল জাখার

চন্ডীগড়, ৩০ মে (হি.স.): পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা তথা গায়ক সিধু মুসওয়ালাকে খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে পঞ্জাব সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা সুনীল জাখার। সোমবার সুনীল জাখার বলেছেন, 'পঞ্জাবের আইন-শৃঙ্খলার যে অবনতি ঘটছে তা প্রকাশ্যে। নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা নিয়েও ভগবন্ত মান সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন সুনীল জাখার। তিনি বলেছেন, 'যাদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে, পঞ্জাব পুলিশের উচিত অরাজনৈতিক এবং নিরপেক্ষভাবে তাঁদের ঝুঁকি মূল্যায়ন করা।' রবিবার মানসায় নিজের বাড়ি ফেরার পথে সিধুর গাড়ি ঘিরে ধরে গুলিবৃষ্টি করে দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় সিধুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবারই পঞ্জাবে ৪২৪ জনের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় সরকার। তার মধ্যে ছিলেন এই কংগ্রেস নেতাও। এ প্রসঙ্গে সুনীল জাখার বলেছেন, 'নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁদের ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং বলা উচিত কেন এবং কার প্রকাশ করা তালিকা প্রকাশ করেছে, যাতে ৪০০ জনের নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে? তদন্ত হওয়া উচিত, এটি অপরাধমূলক অবহেলা।'

এদিকে, সিধু মুসওয়ালা খুনের ঘটনায় সোমবার চন্ডীগড়ে আম আদমি পার্টির দফতর ও দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস কর্মীরা। কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বরে সিধু কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। পঞ্জাবে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা ভোটে হাত চিহ্নের প্রার্থী হয়ে তিনি লড়েছিলেন মানসায়। কিন্তু আম আদমি পার্টির প্রার্থী বিজয় সিংলার কাছে পরাজিত হন তিনি। প্রসঙ্গত, এই সিংলাকেই দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান।

গোয়ার রাজ্যদিবসে অমিত শাহর শুভেচ্ছা

কলকাতা, ৩০ মে (হি. স.) : গোয়ার রাজ্যদিবসে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার অমিত শাহ টটুইটারে লিখেছেন, "গোয়ার বোন ও ভাইদের তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা। আগামী দিনে রাজ্য উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় উঠুক। গোয়ার মানুষের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।" গোয়া আয়তনের হিসেবে ভারতের ক্ষুদ্রতম এবং জনসংখ্যার হিসেবে ভারতের চতুর্থ ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্য। এটি ভারতের পশ্চিম উপকূলে কোঙ্কণ নামের অঞ্চলে অবস্থিত। গোয়ার উত্তরে মহারাষ্ট্র, পূর্ব ও দক্ষিণে কর্ণাটক এবং পশ্চিমে আরব সাগর।

গায়কের নিরাপত্তা কমানোর তদন্তের নির্দেশ, তদন্তে হাইকোর্টের বিচারপতি

চণ্ডীগড় ৩০ মে (হি.স.) : পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান গায়ক সিধু মুসেওয়ালা হত্যা মামলার তদন্ত পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির মাধ্যমে তদন্ত করার ঘোষণা করেছেন। মুসেওয়ালার বাবার লেখা চিঠির পর মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সোমবার মুসেওয়ালার পরিবারের সদস্যরা মানসায় ময়নাতদন্ত করতে অস্বীকার করে। এর পরে মুসেওয়ালার বাবা বলকাউর সিং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানকে একটি চিঠি লিখে সিবিআই, এনআইএ বা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির মাধ্যমে তদন্ত করার দাবি জানান। মুসেওয়ালার বাবার লেখা চিঠিটি গ্যাংস্টারদের বিষয়ে পঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ যে বিবৃতি দিয়েছে তাতেও প্রশ্ন উঠেছে। বলকাউর সিং বলেন, পুলিশ যদি জানত যে মুসেওয়ালা বিপদে, তাহলে কেন তার নিরাপত্তা কমানো হল। এই চিঠির পর মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে পুরো ঘটনার তদন্ত করার ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, পঞ্জাব পুলিশের মহানির্দেশকেও তাঁর বক্তব্যের জবাব দিতে তলব করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিধু মুসেওয়ালা পঞ্জাবের গর্ব। পঞ্জাব সরকার কোনো অবস্থাতেই তাঁর হামলাকারীদের রেহাই দেবে না।

কাশ্মীরের স্থানীয় যুবকদের সন্ত্রাসী হওয়া রুখতে কাজ করছে পুলিশ : আইজিপি কাশ্মীর

শ্রীনগর, ৩০ মে (হি.স.): কাশ্মীরের স্থানীয় যুবকদের সন্ত্রাসী হওয়া রুখতে বিভিন্ন স্তরে কাজ করছে পুলিশ। জানালেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। সোমবার কাশ্মীরের আইজিপি জানিয়েছেন, স্থানীয় যুবকদের জঙ্গি সংগঠনে যোগদান থেকে বিরত রাখতে পুলিশ একটি বহুমাত্রিক ফ্রন্টে কাজ করছে এবং যারা যুবকদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রলুব্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে জন নিরাপত্তা আইন-এর অধীনে মামলা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি আইজিপি কাশ্মীর বিজয় কুমার আরও জানান, যুবকদের অস্ত্র ধরা থেকে বিরত রাখতে অনেকাংশে সফল হয়েছে পুলিশ। তিনি জানান, স্থানীয় যুবকদের জঙ্গি সংগঠনে যোগদান থেকে বিরত রাখতে বহুমাত্রিক ফ্রন্টে কাজ করছি আমরা। পিতা-মাতার সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল সংখ্যক যুবসমাজকে ফিরিয়ে আনতে অভিভাবকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও, আমরা প্রযুক্তিগত নজরদারির মাধ্যমে নতুন নিয়োগকারীদের ট্র্যাক করছি এবং তাদের ফিরিয়ে আনছি।"

তিহার জেল থেকেই গায়ক মুসেওয়ালাকে হত্যার ষড়যন্ত্র !

নয়াদিল্লি, ৩০মে (হি.স.) : দিল্লির তিহার জেল থেকে পঞ্জাবের গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছে বলে সন্দেহ রয়েছে। লরেন্স বিষ্ণোইয়ের সহযোগী গোল্ডি ব্রা-র এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ। লরেন্স বিষ্ণোই বর্তমানে তিহার জেলে রয়েছে। লরেন্স বিষ্ণোইয়ের নির্দেশেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে পুলিশের ধারণা। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল শীঘ্রই লরেন্স বিষ্ণোইকে এই খুনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।

জানা গিয়েছে, রবিবার গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকে কয়েক রাউন্ড গুলি করে হত্যা করা হয়। গোল্ডি ব্রা-র সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সেই গণহত্যার দায় স্বীকার করেছেন। দাবি করা হয়েছে, প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যাংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণে মুসেওয়ালাকে হত্যা করেছে।

গোল্ডি ব্রার বর্তমানে ভারতের বাইরে একটি গ্যাং চালাচ্ছেন। বিদেশে বসে তিনি লরেন্স বিষ্ণোই-কালা জাথেদি গ্যাংয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার ইশারায় তোলাবাজি থেকে শুরু করে হত্যা সবই করছে। এজন্য দিল্লি থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত সক্রিয় রয়েছে তার গ্যাং। ওই হত্যাকাণ্ডে গোল্ডি ব্রারের স্বীকারোক্তি প্রকাশের পরই এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে যে লরেন্স বিষ্ণোই জড়িত তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। স্পেশাল সেলের ধারণা, দিল্লির তিহার জেল থেকেই নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এর জন্য লরেন্স বিষ্ণোই অবশ্যই নির্দেশনা দিয়েছিলেন যার ভিত্তিতে গোল্ডি ব্রার এই হত্যাকাণ্ডটি কার্যকর করেছে।

সিধু মুসওয়ালা গ্যাংস্টারদের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলেন না, স্পষ্ট করলেন পঞ্জাবের ডিজিপি

চণ্ডীগড়, ৩০ মে (হি.স.) : পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-র হস্তক্ষেপের পরে পঞ্জাবের ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ভি কে ভাওরা সোমবার তার বিবৃতি পরিষ্কার করে বলেছেন, তিনি কখনও সিধু মুস ওয়ালাকে গ্যাংস্টারদের সঙ্গ যুক্ত করেননি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান তাঁকে গতকালের প্রেস কনফারেন্সের বিষয়ে স্পষ্ট করার জারি করতে বলার পর তিনি একথা জানিয়েছেন। ডিজিপি বলেন, সিধু মুসওয়ালার প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং তাঁকে পঞ্জাবের একজন বিখ্যাত শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক আইকন বলেও অভিহিত করেছেন। ডিজিপি এই হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, তদন্ত চলছে এবং অপরাধীদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে। ডিজিপি ভাওরা আরও বলেন, কোনও অনুষ্ঠানে তিনি কখনও বলেননি যে মুসেওয়ালা একজন গ্যাংস্টার বা গ্যাংস্টারদের সঙ্গে জড়িত।ডিজিপি আরও বলেন, গোল্ডি ব্রার লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে দায় স্বীকার করলেও তদন্তে হত্যার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হবে।

বেঙ্গালুরুতে আক্রান্ত রাকেশ টিকাইত, কৃষক নেতার মুখে কালি ছিটিয়ে ধৃত দুই অভিযুক্ত

বেঙ্গালুরু, ৩০ মে (হি.স.): বেঙ্গালুরুতে আক্রান্ত হলেন ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইত। সোমবার বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন রাকেশ টিকাইতকে লক্ষ্য করে কালো কালি ছোড়া হয়, তাঁর মুখ ভরে যায় কালিতে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনাও ঘটে, চেয়ার নিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। রাকেশ টিকাইতের মুখে কালি ছোড়ার অভিযোগে দু''জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'স্থানীয় পুলিশের পক্ষ থেকে এখানে কোনও নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে এমনটা করা হয়েছে।' বেঙ্গালুরুর হাইগ্রাউন্ড থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকাইতের ওপর কালো কালি ছোড়ার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাকেশ টিকাইত। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময়, কয়েকজন টিকাইতের সামনে চলে আসে ও কালি ছোড়ে। কালি তাঁর সারা মুখ ভরে যায়। এরপরে অনুষ্ঠানস্থলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, চেয়ার তুলে ফেলা দেওয়া, অনেক চেয়ার ভেঙে ফেলা হয়।

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লিতে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির বসন্ত কুঞ্জ এলাকায় সোমবার সকালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম হরিশঙ্কর। মধ্যপ্রদেশের পাওন্টা গ্রামের সে বাসিন্দা। এখানে শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। তার দেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে প্রাথমিক অনুমান, এটি ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে বলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ (হত্যা) ধারায় পুলিশএকটি মামলা নথিভুক্ত করা করেছে বলে ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ-পশ্চিম) মনোজ সি জানিয়েছেন।

গুজরাটে বাঁধের জলে ডুবে ৫ জনের মৃত্যু

নর্মদা, ৩০ মে (হি.স.) : গুজরাটের নর্মদা জেলায় একটি বাঁধের জলে পড়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সোমবার পুলিশ জানিয়েছে। মৃতদের মধ্যে একটি নাবালক ছেলে ও তার বাবা-মা এবং অন্য এক দম্পতি রয়েছে। নিহতরা হলেন জনক পারমার (৩৫), তাঁর স্ত্রী জিগিশা (৩২) এবং ছেলে প্রুথভিরাজ (৮), পাশাপাশি বীরপাল চৌহান (২৭) এবং তাঁর স্ত্রী খুশি (২৪)। ঘটনাটি ঘটে, রবিবার রাতে মান্দান গ্রামের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা সকলে ভারুচ জেলার বাসিন্দা। গরমের কারণে তারা স্নান করতে কার্জান বাঁধের জলে নেমেছিলেন। রবিবার রাতে একজনের দেহ উদ্ধার করা গেলেও সোমবার সকালে ফের অভিযান চাসিয়ে বাকি চারটি মৃতদেহ জল থেকে বের করা হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য রাজপিপলার একটি সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

শপথ নিলেন তেলেঙ্গানা--- বিহারের রাজ্যসভার নতুন সদস্যরা

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.) : সোমবার তেলেঙ্গানা ও বিহারের দুই নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্য রবিচন্দ্র ভাদ্দিরাজু এবং অনিল প্রসাদ হেগড়ে শপথ নিলেন ।রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের চেম্বারে রাজ্যসভার দুই সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করান। তেলেঙ্গানা ও বিহারের উপনির্বাচনে ভাদ্দিরাজু এবং হেগড়ে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বন্দা প্রকাশের পদত্যাগ এবং মহেন্দ্র প্রসাদের মৃত্যুর কারণে উচ্চকক্ষের এই দুটি আসন শূন্য হয়। সেই পদ পূরণের জন্য তারা রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস) নেতা ভাদ্দিরাজু তেলেগুতে এবং জনতা দল-ইউনাইটেড (জেডিইউ) নেতা হেগড়ে হিন্দিতে শপথ গ্রহণ করেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল ঘোষণা; মেয়েদের জয়জয়কার, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ফল ঘোষণা করল ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)। সোমবার ২০২১ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ফল ঘোষণা করেছে ইউপিএসসি। শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তিনি ছাত্রী, যথাক্রমে শ্রুতি শর্মা, অঙ্কিতা আগরওয়াল ও গামিনি সিংলা। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এবার মেয়েদের জয়জয়কার। প্রথম হয়েছে শ্রুতি শর্মা, তারপর দ্বিতীয় অঙ্কিতা আগরওয়াল ও তৃতীয় গামিনি সিংলা। চার নম্বরে রয়েছেন ঐশ্বর্যা বর্মা, পঞ্চম স্থান পেয়েছেন উৎকর্ষ দ্বিবেদী, ষষ্ঠ হয়েছেন যক্ষ চৌধুরী। প্রতি বছর লক্ষ ছেলে-মেয়ে ইউপিএসসি পরীক্ষায় বসেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হন হাতেগোনা পরীক্ষার্থী। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সমস্ত পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'যাঁরা সিভিল সার্ভিসেস (মেইন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের সকলকে অভিনন্দন। ভারতের উন্নয়ন যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিজেদের প্রশাসনিক কর্মজীবন শুরু করা এই তরুণদের জন্য আমার শুভেচ্ছা।'

ক্ষণিক বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল রাজধানী, ঝড়ের দাপটে নানা স্থানে ভেঙে পড়ল গাছ

নয়াদিল্লি, ৩০ মে (হি.স.): আচমকাই বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি পেল রাজধানী দিল্লি। সোমবার বিকেলে আচমকাই ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি শুরু হয় দিল্লিতে। ঝড়ের তাণ্ডবে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে ভেঙে পড়েছে গাছ। গাছ ভেঙে পড়ায় বিঘ্নিত হয়েছে যানবাহন চলাচল। শিলাবৃষ্টিতে হয়েছে এদিন দিল্লিতে। ঝড়-বৃষ্টিতে গরম থেকে স্বস্তি পেলেন রাজধানীর মানুষজন।

সোমবার বিকেলে হঠাৎই আবহাওয়া বদলে যায় দিল্লিতে। প্রবল বেগে শুরু হয় ঝড় ও বৃষ্টি। দিল্লির কনৌট প্লেসে ঝড়ের বেগে একটি গাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে একটি গাছ। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। দিল্লির ভাই বীর সিং মার্গেও এদিন ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ে একটি গাছ, বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল। আচমকা ঝড়-বৃষ্টিতে রাজধানী স্বস্তি পেলেও সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন বিকেলের পর ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে মানুষজনকে।

পঞ্জাবে ভগবন্ত মানের সরকার ক্ষমতা আসার পরই অপরাধ বেড়েছে : অশ্বিনী কুমার শর্মা

চন্ডীগড়, ৩০ মে (হি.স.): ভগবন্ত মান সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন পঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি অশ্বিনী কুমার শর্মা। তিনি বলেছেন, ভগবন্ত মান সরকার চালাচ্ছেন না তিনি, তিনি অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও রাঘব চাড্ডার হাতের পুতুল, যাঁরা পঞ্জাবের সংবেদনশীলতা সম্পর্কে অবগত নন। পঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি আরও বলেছেন, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে অপরাধ বেড়েছে, আমরা এই সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি জানাচ্ছি। গত শনিবারই পঞ্জাবে ৪২৪ জনের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় সরকার। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা তথা গায়ক সিধু মুসওয়ালাও। নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়েও তোপ দেগেছেন পঞ্জাবের বিজেপি সভাপতি অশ্বিনী কুমার শর্মা। সোমবার পঞ্জাবের রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বলেছেন, 'এই সরকার ৪২৪ জনের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করেছে এবং তালিকাটি সবাইকে জানিয়েছে, শুধুমাত্র প্রশংসিত হওয়ার জন্য তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে খামখেয়ালিপনা করা হয়েছে। এই ধরনের নথি গোপনীয়। যারা এই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, আমরা এই দাবি করেছি। আমরা স্বাধীন এনআইএ তদন্তও দাবি করেছি।'

পিএম কেয়ার ফর চিলড্রেন চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ৩০মে (হি.স.) : করোনায় বাবা-মাকে হারানো শিশুদের যত্ন নেওয়ার জন্য পিএম কেয়ার ফর চিলড্রেন চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সোমবার তিনি টুইট করে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী আবারও দেশবাসীর প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতা পরিচয় দেখিয়েছেন। করোনায় বাবা-মাকে হারিয়েছে এমন শিশুদের যত্ন নিতে এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য পিএম কেয়ার ফর চিলড্রেন চালু করে তাঁর সংবেদনশীলতার পরিচয় দেখিয়েছেন। গোটা দেশের শিশুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি, এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ।"

আজ ৩০ মে মোদী সরকারের আট বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে পিএম কেয়ার ফান্ডের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে কোভিডের কারণে অনাথ শিশুদের চেক দিয়েছেন এবং তাদের জন্য বৃত্তি ঘোষণা করেছেন। এই উপলক্ষে বিজেপি আজ থেকে সারা দেশে সেবা, সুশাসন, গরীব কল্যাণ শুরু করেছে, যা চলবে ১৪ জুন পর্যন্ত।

নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় ১৬টি দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ আরও ৬ জন

কাঠমাণ্ডু, ৩০ মে (হি.স.): নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় উদ্ধার হল ১৬ জনের দেহ। এখনও নিখোঁজ আরও ৬ জন, বাকিদের অনুসন্ধান চলছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটিতে মোট ২২ জন ছিলেন। সোমবার সকালে বিমানের ধ্বংসাবশেষ মুস্তাংয়ে থাসাং টু-এর সানোসওয়ারে দেখা যায়। সোমবার সকালে উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই মুস্তাং জেলার থাসাং-টু-এর সানোসওয়ারে ''তারা বিমান সংস্থা''-র দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। মুস্তাংয়ের মুখ্য জেলা অফিসার নেত্রপ্রসাদ শর্মা জানিয়েছেন, আকাশ ও স্থলপথে যাত্রীদের অনুসন্ধান চলছে।

রবিবার সকাল দশটা নাগাদ পোখরা থেকে জমসম যাওয়ার পথে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত একটি বিমান ২২ জন যাত্রীকে নিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ ২২ জন যাত্রীর মধ্যে ৪ জন ভারতীয়, তাঁরা মহারাষ্ট্রের থানে জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। মুক্তিনাথ মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। নিখোঁজ হওয়ার আগে শেষবার বিমানটিকে দেখা গিয়েছিল নেপালের মুস্তাংয়ের জমসমের আকাশেই। তবে সেখানে অবতরণ করার আগেই বিমানটি ধবলগিরি পাহাড়ের দিকে ঘুরে যায়। তার পর আর বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

রবিবার মুস্তাংয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার কিছু পরেই বন্ধ করে দিতে হয়, আচমকা আবহাওয়ার অবনতি হওয়ায় এবং তুষারপাত শুরু হওয়ায় তল্লাশির জন্য পাঠানো হেলিকপ্টার ফিরিয়ে নিয়ে বাধ্য হয় নেপাল প্রশাসন। সোমবার সকাল হতেই আবার উদ্ধার কাজে নামে নেপাল সেনা। তারা জানিয়েছে, বিমানের ধ্বংসাবশেষটি মুস্তাংয়ে থাসাং টু-এর সানোসওয়ারে দেখা যায়। এখনও পর্যন্ত ১৬টি দেহ উদ্ধার হয়েছে, নিখোঁজ আরও ৬ জন। দেহগুলি আকাশপথে কাঠমান্ডুতে নিয়ে আসা হচ্ছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়ে তোপ সুখবীরের বললেন বরখাস্ত করা উচিত পঞ্জাব সরকারকে

চন্ডীগড়, ৩০ মে (হি.স.): আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে পঞ্জাব সরকারকে এবার বিঁধলেন শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল। বললেন, বরখাস্ত করা উচিত এই সরকারকে। পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা তথা গায়ক সিধু মুসওয়ালার নিরাপত্তা প্রত্যাহার নিয়েও বিঁধেছেন সুখবীর। সোমবার ক্ষোভের সুরে সুখবীর বলেছেন, 'পঞ্জাব সরকার যদি সিধু মুসওয়ালার নিরাপত্তা প্রত্যাহারের ভুল সিদ্ধান্ত না নিত, তাহলে তিনি বেঁচে যেতেন। শিরোমণি অকালি দল এক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় স্বাধীন সংস্থার দ্বারা তদন্তের দাবি করেছে।' রবিবার মানসায় নিজের বাড়ি ফেরার পথে সিধুর গাড়ি ঘিরে ধরে গুলিবৃষ্টি করে দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় সিধুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুলিতে এফোঁড়ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে সিধুর গাড়িও। সুখবীর বলেছেন, 'আমরা জানতে পেরেছি অপরাধের জন্য একে-৯৪ রাইফেল ব্যবহার করা হয়েছিল। আমরা দাবি করছি অবিলম্বে পঞ্জাব সরকারকে বরখাস্ত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার যোগ্য নন।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর উদ্যোগে শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার মেগা ড্র এর বিজয়ীদের পুরস্কার দেয়া হয় সোমবার। ছবি নিজস্ব।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ মে।। ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই কান্তিময় শর্মা নামের এক গৃহস্থের বসত ঘর ।বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকা ।ঘটনা উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন পত্যেকরায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ডের ইছাই কাছিম নগর এলাকায় ।জানা গেছে, সোমবার (৩০ মে) দুপুর আনুমানিক বারোটা নাগাদ গৃহস্থ কান্তিময় শর্মা অসুস্থ শরীর নিয়ে ঔষধ কিনতে পাশের নতুন বাজারে যান ।সেই সময় বাড়িতে ছিলেন তার স্ত্রী ।হঠাৎ স্ত্রী দেখতে পান,ঘরের আনলার উপরে আগুন জ্বলছে ।আগুন দেখে চিৎকার শুরু করেন এবং জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলে ব্যার্থ হন। তখন চিৎকারে আশপাশের মানুষ ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং দমকলে খবর পাঠান ।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ধর্মনগর দমকল অফিসের একটি ইঞ্জিন ।তাদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও পরবর্তীতে প্রেমতলা থেকে দমকলের আরেকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসলে দুটি ইঞ্জিন সহযোগে আগুন নেভানো হয়। কিন্তু ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখায় গৃহস্থের বসত ঘরটি সম্পুর্ন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গৃহস্থ ও তাঁর স্ত্রী জানান, ইদানীং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণে বত্রিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন ।সেই টাকাও ঘরে রাখা ছিল,যা আগুনে পুড়ে গেছে ।তাছাড়া ঘরে থাকা স্বর্নালঙ্কার সহ আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে,ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক চার লক্ষাধিক টাকা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। পুলিশ গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে। প্রাথমিক ভাবে দমকল ও পুলিশের ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারনেই আগুনের সূত্রপাত ।এদিকে শরীরের কাপড় ছাড়া অবশিষ্ট কিছুই অবশিষ্ট বাঁচে নি সর্বস্বান্ত ঐ পরিবারটির কাছে ।বর্তমানে সরকার ও প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে অসহায় পরিবারটি ।এখন দেখার বিষয় রাজ্য সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অসহায় পরিবারটির কতটুকু সাহায্য করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিপিআইএম এর প্রার্থী ঘোষণার পর ধর্মনগরে সিপিআইএম এর মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ মে।। দরজায় কড়া নাড়ছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সাথে ত্রিপুরার উপ নির্বাচন। ইতিমধ্যে শাসক দল বিজেপি থেকে শুরু করে সবকটি রাজনৈতিক দল কোমড় বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে ।সোমবার (৩০ মে) রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম প্রার্থী ঘোষণার করে ।যদিও অনান্য দলের তুলনায় অনেকটাই আগবাড়িয়ে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলো সিপিআইএম দল ।রাজ্যের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা হবার পর সিপিআইএম উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলে ধর্মনগর শহরে এক মিছিল সংঘটিত করা হয় ।মূলত উত্তর জেলার ৫৭ যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে সিপিআইএম প্রার্থী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের সমর্থনে এই মিছিল সংঘটিত করা হয় ।মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়িকা বিজিতা নাথ ও কুর্তি কদমতলা কেন্দ্রের বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন জেলা ও মহকুমা স্তরীয় নেতৃত্ব। এদিনের মিছিল শেষে ধর্মনগর সিত দলীয় জেলা কার্যালয়ে এক সভার আয়োজন করা হয় ।সেই সভায় উপস্থিত অতিথিদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এদিনের কর্মসুচির সমাপ্তি ঘটে। এদিকে এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়িকা বিজিতা নাথ বলেন,আগামী ২৩ শে জুন রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে অকাল ভোট ।তাই সিপিআইএম দল চারটি কেন্দ্রেই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে নিয়েছে ।আর চারটি কেন্দ্রেই সিপিআইএম জয়লাভ করবে। তিনি আরো বলেন, সর্বপ্রথম প্রার্থী ঘোষণা দিয়েই জয়লাভের ইঙ্গিত দিল সিপিআইএম দল।

দুটি ক্যাবল চেনেল চালু নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক ও মিডিয়া সংগঠনের কর্মকর্তার আলোচনায় জোর বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া সোসাইটির সভাপতি সেবক ভট্টাচার্য্যকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী হুমকির সূরে কিছু কথা বলেছেন বলে দাবি করলেন শ্রী ভট্টাচার্য্য। সোমবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে সেবকবাবু বলেন, জীতেন্দ্র চৌধুরী তাঁকে আজ ফোন করে বলেছেন যে আকাশ ত্রিপুরা এবং চেনেল দিনরাত কেন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এই দুটি চেনেল যাতে চালু করার ব্যবস্থা নেন। তাছাড়াও আরও কিছু কথা শ্রী চৌধুরী সেবকবাবুকে বলেছেন বলে তিনি জানান। জীতেন্দ্র চৌধুরীর কথাবার্তায় হুমকির সূর পেয়েছেন বলে সেবকভট্টাচার্য জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে, বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার জানিয়েছেন, কোন চেনেল চলবে আর কোন চেনেল চলবে না সেটা দেখাশোনা করার দায়িত্ব তাঁদের নয়। তিনি জানান, অনেক চেনেলকে বাম জমানায় বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। কেন রাখা হয়েছিল। সেসমস্ত বিষয়গুলি তদন্ত করে রাজ্য সরকারের কাছে শ্বেতপত্র দাবি করেছেন প্রণব সরকার।

এদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্য সম্পর্কে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সিপিএম দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আর গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের কন্ঠ রোধ করে রাখার চেষ্টা করছেন। আগেও সিপিএম সংবাদমাধ্যমকে দাবিয়ে রাখা চেষ্টা করেছে। এখনও সেই চেষ্টাই করছে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার সংবাদ মাধ্যম বান্ধব এবং সাংবাদিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত বহু সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে। তবে, জীতেন্দ্র চৌধুরীর হুমকির ব্যাপারে যদি সেবক ভট্টাচার্য আইনের পথে হাটেন তাহলে সরকার সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অন্যদিকে, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, সেবক ভট্টাচার্য্যকে তিনি এদিন যেসব কথা বলেছেন তা বিকৃত করে এবং রঙ মিশিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে জনগণের কাছে উপস্থাপন করেছেন। যেসব কথা সেবক ভট্টাচার্য্য বলেছে তা অর্ধ সত্য। তিনি বলেছে হুমকি দেওয়ার কোন বিষয় নেই। অনেকগুলি চেনেল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কেন রাখা হয়েছে সেসব বিষয়ে এর আগেও সেবক ভট্টাচার্য্য এবং প্রণব সরকারের সাথে তাঁর কথা হয়েছে। এদিন তিনি সেবক ভট্টাচার্য্যের সাথে কথা বলার পর পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের সাথেও একই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। সমস্ত কিছু রাজ্যের মানুষ খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন কোথায় কি হচ্ছে, কারা এসব করাচ্ছেন।

বসতঘর

● প্রথম পাতার পর

রাস্তা দিয়ে যাওয়া মানুষজন প্রথমে ধোয়া দেখতে পায় ।সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে। এদিকে নিজ ঘরেই ঘুমাচ্ছিল রাহুল মিয়া ।রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় ।রাহুলের শোবার ঘরে আগুন ততটা আন্দাজ করা যায় না। পরে স্থানীয়রা তাকে ঘুম থেকে জাগায় ও আগুন নেভানোর কাজে হাত বাড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে সোনামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের গাড়ি। দীর্ঘক্ষন প্রচেষ্টার পরে মেলাঘর থেকেও একটি ইঞ্জিন আনা হয় আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর নেভানো হয় আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে আনতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সব আসবাবপত্র।

বিজ্ঞপ্তি জারি

● প্রথম পাতার পর

তারিখ। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জুন এবং ২৬ জুন ফলাফল প্রকাশিত হবে। সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে, বিজ্ঞপ্তিতে এমনই লেখা রয়েছে।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রক্ত সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ মে।। দুটি কিটের কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে তীব্র রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে ।হেলদোল নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের ।বিগত প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস যাবৎ জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে চলছে এই অচলাবসা। ব্লাড ব্যাংকে ছজ্জজ্জঝ ও ছঙ্খঝ কিট না থাকার ফলে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য রক্ত দিতে এসে মোটা টাকা খোয়াতে হচ্ছে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের। এদিকে ব্লাড ব্যাংকে খবর নিয়ে জানা গেছে,বর্তমানে এই দুটি কিট না থাকার ফলে তারা ব্লাড সংগ্রহ করতে পারছেন না।

কেউ নিজের টাকায় এই দুইটি কিট কিনে এনে দিলে তবেই তারা ব্লাড সংগ্রহ করেন,তারপর রোগীকে ব্লাড দিচ্ছেন ।কর্মীরা জানান, ব্লাড ব্যাংকে রক্ত স্বল্পতা রয়েছে ।রক্তদাতা জোগাড় করে আনলেও সাথে করে বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় ছজ্জঝ ও ছঙ্খঝ এই দুটি কিট। একপ্রকার নিরুপায় হয়ে রোগীর আত্মীয় পরিজনদের ডোনারের পাশাপাশি বাজার থেকে কয়েক গুণ বেশি দামে ক্রয় করে আনতে হচ্ছে কিট। প্রতিটা কিট সাতশ থেকে আটশ টাকা করে ক্রয় করতে হচ্ছে। কখনো এর চাইতে চড়া দামে ক্রয় করতে হয় ।এ বিষয়ে জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ দীপক হালদার ও ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডাঃ নিত্য হরি ভৌমিককে ফোন মারফৎ জিজ্ঞাস করা হলে তাঁরা জানান,এই সমস্যা বহু দিনের। যারা বাইরে থেকে কিট কিনে এনে দিচ্ছেন তারাই রক্ত পাচ্ছেন। এছাড়া কিটের অভাবে রক্তদান শিবিরে যোগ দেওয়া যাচ্ছে না ।তারা আরো জানান,এ বিষয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টরকে বহু বার জানানো হয়েছে কিন্তু এখনো এই দুটি কিট পাওয়া যায় নি। তাছাড়া জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালাতে প্রতি বছর খরচ হচ্ছে ৩৭ লাখ টাকা ।তারা জানান,স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কিট না এলে তাদের কিছু করার নেই। অপরদিকে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুনাভ চক্রবর্তী জানান,সংবাদ মাধ্যম থেকে এই ঘটনা এখনই তিনি জেনেছেন।

তাই রক্ত সংকট সহ কিটের সমস্যা সমাধানে তিনি সোমবার আগরতলায় গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টরের সাথে কথা বলবেন ।তবে একজন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হয়ে দীর্ঘ চার থেকে পাঁচ মাস যাবৎ কিটের সমস্যায় তিনি ওয়াকিবহাল নন,এ যেন মায়ের মুখে চাঁদ মামার গল্প ।রক্তদাতা এনেও রক্তের ব্যবসা করতে না পারা এবং জেলা হাসপাতালের এই বেহাল চিত্র দেখে ক্ষোভে ফুঁসছে উত্তর জেলা বাসী ।যে কোন সময় রক্তের অভাবে বড়সড় অঘটনও ঘটার আশংকা রয়েছে।

কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩০ মে।। গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে কীটনাশক খেয়ে পঞ্চাশোর্ধ এক কাজের লোকের আত্মহত্যার চেষ্টায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।আহত ব্যাক্তির নাম ভোলা বলে জানা গেছে ।ঘটনা উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন ত্রিপুরা অসম সীমান্তের মধ্য চুরাইবাড়ি এলাকায়।

জানা গেছে, রবিবার (২৯ মে) রাত আনুমানিক এগারোটা নাগাদ সানীয় এলাকার মধ্য কালীবাড়ি সংলগ্ন রমা দের বাড়িতে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পান প্রতিবেশীরা ।তখন ছুটে গিয়ে দেখতে পান, গৃহস্থের অনুপস্থিতিতে তাদের ভোলা নামের কাজের লোকটির মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। তড়িঘড়ি প্রেমতলা দমকল অফিসে খবর দিলে দমকল কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে গিয়ে আহত ব্যাক্তিকে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে প্রেরন করেন। বর্তমানে সে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ।এদিকে চিকিৎসক জানান,ঐ ব্যাক্তি কীটনাশক খেয়েছে ।তবে শারিরীক অবস্থা আশঙ্কাজনক রয়েছে। অপরদিকে দমকলকর্মীরা জানান, তারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যাক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন ।তবে তার বাড়ি কোথায় তা জানা যায় নি ।সে দীর্ঘদিন যাবৎ ঐ বাড়িতে কাজের লোকের দায়িত্ব সামলাতো ।তবে কি কারনে বা কেন কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল তা স্পষ্ট হয়নি।

সোমবার আগরতলায় বড়দোয়ালী কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

লড়াইয়ের পথে

● প্রথম পাতার পর

রঘুনাথ সরকার দাঁড়াচ্ছেন। অন্যদিকে, ৫৭ নম্বর যুবরাজনগর কেন্দ্রেও প্রার্থী এবারই প্রথম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তাঁর দাবি, প্রার্থী বাছাইয়ে বামফ্রন্ট দীর্ঘ আলোচনা এবং বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলের অনুমোদনক্রমেই ওই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। উপনির্বাচনে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়াই করব। এদিন তিনি গণদেবতার কাছে ভোট ভিক্ষা করে বলেন, ত্রিপুরায় গত চার বছরে সমস্ত অপশাসনের জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বেকাররা কাজের জন্য হন্য হয়ে ঘুরছেন। ৫০ হাজার চাকুরীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন ত্রিপুরা সরকার বলছে ৫ হাজার স্থায়ী চাকুরী দিয়েছে।

এদিন নারায়ণ কর কটাক্ষ করে বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনা করেছিলেন। অথচ তিনি পাঁচ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারেননি ।তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আয়োজন করুক। সুষ্ঠভাবে ভোট হলে চারটি আসনেই বামফ্রন্টের জয় নিশ্চিত।

ত্রিপুরায় উপনির্বাচনে চারটি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন দলেন মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সাথে তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন দল ও সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

এদিন কুনাল বলেন, সামনেই উপনির্বাচন। তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। চারটি আসনেই লড়াই করবে দল এবং সঠিক সময়ে প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করা হবে। এদিন উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায়, পশ্চিমবঙ্গের মতো সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এবং ত্রিপুরাকে উন্নত করতে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতে হবে। তাঁর কটাক্ষ, যে দলের মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ বছর সঠিকভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পারেন না, সেই দল কোনোভাবেই রাজ্যের উন্নয়ন করতে পারবে না। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনের জন্য বিজেপির কাছে জবাব চেয়েছেন কুনাল ঘোষ ।তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন করে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করেছে বিজেপি। সাথে তিনি যোগ করেন, মিথ্যা মামলায় তৃণমূলকে আটকানো যাবেনা। ত্রিপুরার তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত, দাবি কুনাল ঘোষের।

উপনির্বাচনকে ঘিরে ঘিরে বাড়ি প্রচার শুরু করেছে সুদীপ রায় বর্মনের অনুগামীরা। আগামী ২৩ জুন রাজ্যের চারটি আসনের উপনির্বাচন। আর এই নির্বাচনের নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সোমবার। এদিন থেকেই কার্যকর হয়েছে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি। ইতিমধ্যেই প্রচারে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সোমবার ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের ইন্দ্রনগর এলাকায় বাড়ি বাড়ি কংগ্রেস প্রার্থীর হয়ে প্রচার চালান অনুগামীরা। প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হলেও এই আসন থেকে প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছে তা নিশ্চিত করে ধরে নিয়েছে অনুগামীরা ।তাই এদিন সুদীপ রায় বর্মণের হয়ে প্রচার চালান তারা। গুটি কয়েক কংগ্রেস কর্মী নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান অনুগামীরা। ইতিমধ্যেই বামফ্রন্টের পক্ষে চারটি কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কংগ্রেস বা বিজেপি দলের প্রার্থীরা এখনো প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি।

বিধায়ক রতন ভৌমিক দুস্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আজ উদয়পুরে অবস্থিত নিজবাড়ী গঙ্গাছড়া থেকে উদয়পুরে আসার পথে জামজুরি ফরেষ্ট অফিসের সামনে সাড়ে তিনটা নাগাদ বিধায়ক রতন ভৌমিকের গাড়ী আক্রমণ করে বিজেপি দলের সমর্থক দুর্বৃত্তরা। গাড়িটি ভাঙ্গচুড় হয়। রতন ভৌমিকের উপর ঢিল পড়ে, গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে গায়ে পড়ে।

এদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, বিধায়ক রতন ভৌমিকের উপর কাপুরুষোচিত এই আক্রমণের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছি।

দায়িত্ব নেবার পর পরিবর্তিত মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্র ও বিরোধী দলের অধিকার সম্পর্কে যে সদর্থক বক্তব্য রেখেছিলেন তার সাথে এই সময়ে অন্যান্য একাধিক আক্রমণের ঘটনার পাশাপাশি বিধায়ক রতন ভৌমিকের উপর আক্রমণের ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে তাঁর দলের একাংশ গুরুত্ব ও মূল্য দিচ্ছে না। আশা করবো এই সব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঘোষিত দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি কার্যকরি করতে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও দলীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সাতজন

● প্রথম পাতার পর

চালক সহ বাইকে থাকা অপর দুই যুবক বাইক থেকে ছিটকে পরে গুরুতর ভাবে আহত হন।

পুলিশ জানিয়েছে, রাহুল চক্রবর্তী, শুভঙ্কর দাস ও নয়ন দাস দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। তাদের সকলের বাড়ি বাগমা এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত বাইকটি দ্রুত গতিতে থাকার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্তক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

মুহুরী

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তির নাম লাল মোহন চক্রবর্তী। বাড়ি মুহুরিপুর এলাকায়। এই রহস্যজনক মৃত্যুর কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। জানা গেছে, লাল মোহন চক্রবর্তীর মৃতদেহ যেখানে উদ্ধার হয়েছে ওই জায়গা শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত হলেও বিলোনিয়া থানার অধীনে রয়েছে ওই এলাকা। তাই মৃতদেহ বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

বৈরীদের

● প্রথম পাতার পর

থাকায় সরকারের অনুরোধে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু, এখনো দাবি পূরণে সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত না হওয়ায় আন্দোলন কর্মসূচীর ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

সম্প্রচার

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠিত হবে না যেখানে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে। সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী এই বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের হস্তক্ষেপ চেয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের বক্তব্যে সমস্ত বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গিয়েছে।

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ব্যাটালিয়নকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েচে।

প্রসঙ্গত, মোট ১২ টি টিএসআর ব্যাটালিয়ন রয়েছে। যার মধ্যে নয়টি আইআর ব্যাটালিয়ন। এই ব্যাটালিয়নে ৭৫ শতাংশ জওয়ান ত্রিপুরা থেকে নিয়োগ করা হয় এবং বাকি ২৫ শতাংশ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। নিয়ম অনুযায়ী, আইআর ব্যাটালিয়নগুলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে প্রয়োজন এবং সম্ভাব্যতা অনুযায়ী দেশের যেকোনো স্থানে স্থানান্তরিত হতে পারে।

াঙ্গন

শান্তিরবাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি : তুইকর্মাকে হারিয়ে কসমোপলিটনের বিশাল জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। শান্তির বাজারে চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেটে কসমোপলিটন ক্লাবের তিন শতাধিক রান। তুইকর্মা যুব ক্লাব পর্যুদস্ত। শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেট এখন শেষ পর্যায়ে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ কসমোপলিটন ক্লাব ২৩০ রানের বড় ব্যবধানে তুইকর্মা যুব ক্লাবকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের সুবাদে কসমোপলিটন ক্লাব পরবর্তী রাউন্ডে খেলার জন্য আরো এক ধাপ এগিয়েছে। বাইখোরা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কসমোপলিটন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তুইকর্মা যুব ক্লাবের বোলারদের একপ্রকার ছাতু পেটা করে কসমোপলিটনের ব্যাপার্সরা নির্ধারিত ৩৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩০৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। আবহাওয়ার পরিস্থিতি লক্ষ্য রেখে আগেই ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৬ করা হয়। কসমোপলিটনের পক্ষে প্রীতম মজুমদার ৯৩ বল খেলে ১৫টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৯৭ রান সংগ্রহ করে। জনক রিয়াং দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ৯০ রান সংগ্রহ করেছে। জনক ৪৬ বল খেলে ১১টি বাউন্ডারি ও ৬টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯০ রান পায়।

এছাড়া সম্রাট মজুমদার ৩৩ রান পেয়েছে। তুইকর্মা ক্লাবের জিতেন্দ্র রিয়াং ৪৭ রানে দুইটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তুইকর্মা যুব ক্লাব ১৩.৫ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৭৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে সঞ্জীত দেববর্মা সর্বাধিক ২১ রান পায়। কসমোপলিটন ক্লাবের তিনজন বোলারই সবকটি উইকেট ভাগ করে নেয়। আশিস কুমার যাদব ২৯ রানে ৪ উইকেট পায়। এছাড়া, রাজদ্বীপ দত্ত ১৭ রানে এবং প্রসেঞ্জিত বিশ্বাস ২০ রানে তিনটি করে উইকেট তুলে নেয়। ২৩০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় কসমোপলিটন ক্লাব।

ফুটবলের দলবদল পর্বে ২৪০ জন নাম প্রত্যাহারের সুযোগ মঙ্গলবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। দুইশ'' চল্লিশ জন ফুটবলারের স্বাক্ষর। সংখ্যাটা কিন্তু নেহাত কম নয়। ক্রিকেট ছাড়া অন্যান্য জনপ্রিয় ইভেন্টের কাছে ঈর্ষণীয় বিষয়। ঘরোয়া ফুটবলের ক্লাব ভিত্তিক টুর্ণামেন্টে এই ফুটবলাররা মাঠে নামবেন। কে কোনদলের হয়ে খেলবেন তার-ই নথি তৈরি করা হয়েছে এই সই গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এবারকার দশদিনের দলবদল পর্বে সর্বমোট ২৪০ জন ফুটবলার দলবদলের খাতায় সই করেছেন। শেষ দিনে ২৩ জন টিএফএ''র অফিসকক্ষে দলবদলের টেবিলে গুরুত্বপূর্ণ খাতায় স্বাক্ষর করে প্রিয় ক্লাবের নাম জানিয়েছেন। আসন্ন ফুটবল মরসুমে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়বে বলে ফুটবলপ্রেমীদের ধারণা। নাম প্রত্যাহারের জন্য আগামীকাল রাখা হয়েছে। এদিকে আজ শেষ দিনে ভারতরত্ন সংঘের হয়ে রক্ষিত দেববর্মা সই করেছেন। এনএসআরসিসি-র হয়ে খেলার জন্য রিপন দেবনাথ, উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের হয়ে খেলার জন্য নিমাই দেবনাথ, আনন্দ ভবনের হয়ে দুষ্মন্ত রিয়াং, ত্রিবেনী সংঘের হয়ে প্রদীপ বর্মন, বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের হয়ে হয়ে লাল শুইয়া ডারলং সই করেছেন। এছাড়া, বিরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য জীবেন্দ্র ডারলং, কোর্বান জমাতিয়া সই করেছেন। কল্যাণ সমিতির হয়ে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন পরিমল দেববর্মা, হৃদয় ত্রিপুরা, বিশ্বজিৎ রিয়াং এবং আলফা দেববর্মা। স্কাইলার্ক ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য দীপু দেববর্মা, এলেক্স ডারলং এবং ভিপ্টর ত্রিপুরা স্বাক্ষর করেছেন। টাউন ক্লাবের হবে খেলার জন্য অভিনাশ হালাম, রাকেশ রিয়াং, নিলাল মুক্ত হালাম স্বাক্ষর করেছেন। বিবেকানন্দ ক্লাবের হয়ে ভেভিড দেববর্মা, অনিমেষ দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মা সই করেছেন। ইউনাইটেড বিএসটি-র হয়ে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন দুলাল দেববর্মা এবং অভিষেক ধানুক।

আইতরমা''র বিজয় রথ থামালো লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেটে সালকা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আইতরমা-র বিজয়রথ থামিয়ে দিল। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সালকা বাদল। লংতরাই ভ্যালি সিনিয়র লীগ ক্রিকেটের শেষ পর্যায়ের খেলা চলছে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সালকা বাদল ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে আইতরমা ক্লাবকে পরাজিত করেছে। হেমেন্দ্র''র অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সঙ্গে রিমান্ড দেববর্মার মারকুটে ব্যাটিং সালকা বাদলকে সহজ জয় এনে দিয়েছে। ধলাইয়ের হোকো তুইসা গভর্মেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আইতরমা ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৩.৩ ওভার খেলে আইতরমা ক্লাব সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে সুরজিৎ ত্রিপুরা সর্বাধিক ৮৭ রান পায়। সুরজিৎ ৮০ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৭ রান সংগ্রহ করে। সতীর্থ চিরঞ্জিত ত্রিপুরা পেয়েছে ৩৪ রান। হালকা বাদলের গোপাল আচার্য, খগেনসা ত্রিপুরা, ঋত্বিক ত্রিপুরা এবং হেমেন্দ্র রুপিনী প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সালকা বাদল ২৪.৩ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে হেমেন্দ্র রুপিনী ৬৩ বল খেলে ১০টি বাউন্ডারি এবং পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে দলকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। এছাড়া সৈনিক দেববর্মা পেয়েছে ৩০ রান। তৃতীয় উইকেট জুটিতে রিমান্ড দেববর্মা ৩৪ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৩৬ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। আইতরমা ক্লাবের জেকিম ত্রিপুরা ও প্রনয় সিনহা একটি করে উইকেট পেয়েছে।

নোভাকের বিরুদ্ধে নামার আগে চোট নিয়ে চিন্তায় নাদাল

প্যারিস, ৩০ মে (হি.স.) : ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনালে মুখোমুখি টেনিস বিশ্বের দুই মহারথী রাফায়েল নাদাল এবং নোভাক জোকোভিচ। এক দুর্দান্ত সেমিফাইনাল দেখতে চলেছে বিশ্বের টেনিস প্রেমীরা। তবে নোভাকের বিরুদ্ধে নামার আগে চোট নিয়ে চিন্তায় নাদাল।

অনুশীলনের সময় নড়াচড়া করতে কষ্ট হচ্ছে নাদালের। থেকে-থেকে মোচড় দিয়ে উঠছে গোড়ালির ব্যথা। দোসর পাঁজরের চোট। জোড়া চোটে বিধ্বস্ত ২১ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন। সব সময় সঙ্গে রাখতে হচ্ছে ব্যক্তিগত চিকিৎসককে। যে লাল সুরকির কোর্টে তিনি একদা রজার ফেডেরারকে হেলায় হারিয়েছেন, সেখানে ২১ বছরের অনামী ফেলিক্স অগার আলিয়াসিমেকে হারাতে পাঁচ সেট খেলতে হয়েছে ফরাসি ওপেনের অবিসংবাদী সম্রাটকে। সাড়ে চার ঘণ্টার ম্যারাথন লড়াইয়ে শুধু নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জিতেছেন নাদাল। উঠেছেন কোয়ার্টার ফাইনালে। সামনে ২২তম গ্র্যান্ড স্ল্যামের হাতছানি। কিন্তু জিতেও চোটের চিন্তা যাচ্ছে না তাঁর।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

১২-তম জাতীয় জুনিয়র হকি সম্পন্ন উত্তরপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ন, রানার্স চন্ডিগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। উত্তরপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খেতাবি লড়াইয়ে হকির আঁতুড়ঘর চন্ডিগড়কে হারিয়ে উত্তর প্রদেশ ভারত সেরার খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছে। তামিলনাড়ুর কোবিলপট্টি-তে আয়োজিত ১২ তম হকি ইন্ডিয়া জুনিয়র পুরুষ ন্যাশনাল চাম্পিয়নশিপ রবিবারে শেষ হয়েছে। কোবিলপট্টি-তে রবিবার রাতে ফাইনাল ম্যাচে উত্তরপ্রদেশ ২-০ গোলের ব্যবধানে চন্ডিগড়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন শিরোপা পেয়েছে। বিজয়ী দল খেলার দুই অর্থে একটি করে গোল করলেও প্রতিরোধের দিকেও যথেষ্ট নজর দেয়। ওই দিন বিকেল চারটায় তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে হরিয়ানা ৩-০ গোলের ব্যবধানে ওড়িশকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল এক-শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। উল্লেখ্য, ১৭ মে থেকে ৩০ দলীয় এই হকি টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। সেমিফাইনালে উত্তরপ্রদেশ ২-১ গোলে হরিয়ানাকে হারিয়ে এবং চন্ডিগড় পেনাল্টি শুটআউটে তিন-এক গোলে উড়িষ্যাকে হারিয়ে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল।

2nd CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been reported by Sri Sujit Das, Fr I/c FPU, Bagafa under Bagafa Range on —46 03.2022 vide his No.F.5(B)/Seizure/FPU- Bagafa/For-2021-2022/555-57 dated 16.03.2022 and forwarded by RO, Bagafa that Sri Sujit Das, Fr I/C FPU, Bagafa intercepted 1(one) nos. Vehicle bearing Registration No.TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No.11legible, Chasis No. Illegible, on 16.03.2022 at 3.00 AM at Santicolony(Santirbazar) Loaded with 48(forty eight) pic illegally carring ordinary sawn timber Volume 0.585Cum without any valid document.

AND WHERES, Sujit Das, Fr I/c FPU, Bagafa under Bagafa Range Seized the said vehicle (Maruti Suzuki) bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, and brought into the safe custody of Range Office Complex, Bagafa.

AND THEREFORE, in exercise of the powers conferred up to by the Notification No.7(310)/For/FP/2016/25701 dated 15.11.2016 of the Forest Department Govt.of Tripura as Authorized officer for the purpose of the Sub- Section 2of Section 52(A) of Indian Forest ACT, (Tripura 2 Amendment) Act,1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, for its use in commission of Forest Offence u/s 41 & 42&52 (A) IFA,1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura.

WHEREAS, a claimant notice was issued from this office Vide No.F.9-78/TRO3B-0606/(Maruti Suzuki)/SDFO/BGF/2021-2022/ 16,005-16,038 dated 29.03.2022 but none has claimant the ownership of the Seized vehicle.

Now THEREFORE, It is brought to the notice of the legal owner of the said (Maruti Suzuki) bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, to prefer his/her claim over the said vehicle in wriJng to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Bagafa Forest Sub-Division) within 30(Thirty) days from the date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all the relevant valid documents in original in support to his /her claim Till such time said vehicle Maruti Suzuki) bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, will remain under the custody of Bagafa Deport.

If the authorized owner of the said vehicle bearing Registration No. TRO3B-0606 (Maruti Suzuki) Engine No. Illegible, and Chasis No. Illegible, fails to prefer his /her claim on any of the working days within the stipulated period the decision regarding confiscation of the same will be taken ex-parte.

Issued under my signature and seal on this day the 6th May, 2022.

(Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bagafa: South Tripura

ICA-D-317-22

প্রথম বার আইপিএল খেলেই চ্যাম্পিয়ন: সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসলেন হার্দিকরা

আহমেদাবাদ, ৩০ মে (হি.স.) : হার্দিক পাণ্ড্য সহ গুজরাট টাইটান্সের ক্রিকেটারদের নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভাসল গুজরাটবাসী। প্রথম বার আইপিএল খেলেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া গোটা দলকে সোমবার সংবর্ধনা দিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল। গুজরাট সরকারের সংবর্ধনার পর আইপিএল ট্রফি নিয়ে এক ঘণ্টার বেশি সময় আহমেদাবাদ শহর পরিক্রমা করলেন হার্দিকরা। হুড খোলা বাসে আইপিএল ট্রফি এবং হার্দিকদের দেখতে রাস্তার ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। হার্দিকদের সাফল্যে খুশি গুজরাত সরকারও। সোমবার গোটা দলকে সংবর্ধনা দিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পটেল। অধিনায়ক হার্দিকের হাতে একটি স্মারক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সব ক্রিকেটারের জন্য ছিল উত্তরীয়। গুজরাটের ক্রিকেটারদের সই করা একটি ব্যাট উপহার হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্রর হাতে তুলে দেন গুজরাত অধিনায়ক।

গুজরাট সরকারের সংবর্ধনার পর আইপিএল ট্রফি নিয়ে এক ঘণ্টার বেশি সময় আমদাবাদ শহর পরিক্রমা করলেন হার্দিকরা। হুড খোলা বাসে আইপিএল ট্রফি এবং হার্দিকদের দেখতে রাস্তার ধারে ভিড় জমিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। ঠিক ছিল এক ঘণ্টা হুড খোলা বাসে শহর পরিক্রমা করবেন হার্দিকরা। কিন্তু অসংখ্য মানুষের ভিড়ে কোনও কোনও জায়গায় বাস এগোতেই পারছিল না। ক্রিকেটারদের ঘিরে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মত। সাধারণের উন্মাদনায় বিহ্বল গুজরাটের ক্রিকেটাররাও। বাসের উপর থেকে সমর্থকদের উদ্দেশে জার্সিও ছুড়ে দেন তাঁরা। ঋদ্ধিমান সাহা, শুভমন গিলরা শহর পরিক্রমার ভিডিয়ো নেট মাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিটিও ভাগ করে নিয়েছে ভিডিয়ো। গুজরাটের সাধারণ মানুষ যে ভাবে স্বাগত জানিয়েছেন, তাতে অভিভূত ক্রিকেটাররা। রোড শো চলাকালীন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

আইপিএল ট্রফি পেলেন না, কিন্তু পকেটে কত লাখ ঢুকল বাটলারের

পরাজিত নায়ক তিনি। পরিসংখ্যান বলছে, আইপিএলের ইতিহাসে এক মরসুমে সব থেকে বেশি রানের তালিকায় বিরাট কোহলীর পরেই রয়েছে জস বাটলারের নাম। কিন্তু যেটা বলছে না, সেটা হল একটা দলকে কী ভাবে একার কাঁধে ফাইনালে তুলেছেন তিনি। কোহলীর সঙ্গে এক জন এবি ডিভিলিয়ার্স ছিলেন। বাটলারের পরে রাজস্থানের ব্যাটারদের মধ্যে রানের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। রানের তফাত ৪০৫। এই পরিসংখ্যান থেকেই সবটা পরিষ্কার। ভাল খেলার পুরস্কার পেয়েছেন বাটলার। আইপিএল জিততে না পারলেও ছ'টি পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। আইপিএলের ইতিহাসে এক মরসুমে কোনও ক্রিকেটার এত পুরস্কার জেতেননি। পুরস্কার বাবদ মোট ৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন বাটলার। হতে পারে রাজস্থান রয়্যালসে বাটলারের সতীর্থ যুজবেন্দ্র চহাল সব থেকে বেশি ২৭টি উইকেট নিয়েছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করেছেন বাটলার। এক মরসুমে চারটি শতরান ও চারটি অর্ধশতরান এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে।

শুকনো অভিনন্দনে চলবে না, মিষ্টি চাই! কলকাতাকে বার্তা গুজরাতের

প্রথম বার খেলেই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গুজরাত টাইটান্স। রবিবার ফাইনালে রাজস্থান রয়্যালসকে হারানোর পর থেকেই অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছে গুজরাত। হার্দিক পাণ্ড্যদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছে দু'বারে চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। তার জবাবেই মিষ্টি চাইল গুজরাত। অভিনন্দন জানিয়ে কলকাতার তরফে গুজরাতিতে লেখা হয়েছে, 'কেম জলসা'। গুজরাতি ভাষায় জলসা শব্দ ব্যবহার করা হয় খুব খুশির মুহূর্ত, বিরাট আনন্দ বা সন্তুষ্টি বোঝাতে। কলকাতাও গুজরাতের কাছে জানতে চেয়েছে, কেমন আনন্দ করছ। উত্তরে মজা করে টুইট করেছে গুজরাতও। তারা লিখেছে, "শুধু টুইট করলে চলবে না। মিষ্টি চাই!'' সঙ্গে রয়েছে হাসির ইমোজিও। ইংরাজি হরফে এমন শুদ্ধ বাংলায় কে লিখলেন? অনুমান করা হচ্ছে ঋদ্ধিমান সাহা সাহায্য করেছেন গুজরাত ফ্র্যাঞ্চাইজির সংশ্লিষ্ট কর্মীদের। কারণ, বাঙালি রীতি অনুযায়ী কাউকে অভিনন্দন বা সংবর্ধনা জানানো হলে নানা উপহারের সঙ্গে মিষ্টি থাকবেই থাকবে। বাংলার মিষ্টির কদরও দেশ জুড়ে। বিশেষ করে রসগোল্লা, সন্দেশ বা মিষ্টি দই পছন্দ করেন ভিনরাজ্যের মানুষরাও। গুজরাতের আবদারে কলকাতা মিষ্টি পাঠানোর কথা কিন্তু ভাবতেই পারে। কারণ নাইটদের সংসারে বাংলার কোনও ক্রিকেটারের জায়গা না হলেও, গুজরাতের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে দুই বঙ্গ ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান এবং মহম্মদ শামির।

NOTICE INVITING e-TENDER
PNIe-T NO. 15/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2022-23 Dated : 21/05/2022

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the `GOvernor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system restricted tender(s) from reputed resourceful manufacturers /authorized dealers of "OTIS/ THYSSENKRUPP/KONE/ MONSON Lift Pvt. Ltd/SCHINDLER/MITSUBISHI". and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience at least 5(five) Nos. successful lift installation in similar nature of work (in Govt./. Govt. Undertaking building) for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	Providing, Installation and Commissioning of 01(One) No. Electrical Traction type of 20(Twenty) passenger (1360 kg) capacity, up to G+2 level lift at Sabroom Sub-Divisional Hospital, Sabroom, South Tripura including 03(Three) year of CAMC after 01(one) year warranty period of lift installation (2nd call). DNIeT No.32/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2021-22.	₹ 27,00,000.00	₹ 54,000.00	4(Four) years 8(Eight) Months	Up to 15.00 Hrs On 16/06/2022.	At 15.30 Hrs on 16/06/2022.	Appropriate Class
2	Providing, Installation and Commissioning of lift for 16 (Sixteen) persons traction type (1088 kg) capacity Stretcher-Passenger lift up to G+3 level at 50 bedded MCH wing building at Belonia Sub-Divisional Hospital, Belonia, South Tripura including 03(Three) years of CAMC after 01(one) year warranty period of lift installation & commissioning (2nd call). DNIeTNo.01/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2022-23.	₹23,95,186.00	₹ 47,904.00	4(Four) years 6(Six) Months	Up to 15.00 Hrs On 16/06/2022.	At 15.30 Hrs on 16/06/2022.	Appropriate Class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

ICA-C-737-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/10/2022-23 dated 25/05/2022
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: West Tripura invites e-tender against **PNIeT NO. EE-IED/PWD/AGT/10/2022-23**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/15/2022-23	₹ 1,22,042.00	₹ 2,441.00	60 (sixty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on **10/06/2022** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **10/06/2022,** if possible. For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. DEBASHIS PAUL)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ICA-C-733-22

PRESS NOTICE INVITINC e- TF.NDER NO:-05/EE-BRC/PWD/2022-23. Dated 23/05/2022
The Executive Engineer. Bishranwanj Division. PWD(R&B), Bishramganj invites online percentagerate tenders for the works namely:-

Sl No	Name of work/ DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1	08/DNIe-T/R/EE-BRG/PWD/2022-23	24,25,997/-	48,520/-	300 days	Appropriate class
2	09/DNIe-T/R/EE-BRG/PWD/2022-23,	24,25,080/-	48,502/-	300 days	Appropriate class
3	10/DNIe-T/R/EE-BRG/PWD/2022-23,	21,35,093/-	42,702/-	180 days	Appropriate class
4	74/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2022-23	34,73731/-	69,475/-	180 days	Appropriate class
5	75/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2022-23	28,34,195/-	56,684/-	180 days	Appropriate class
6	50/DNIe-T/B/EE-BRG/PWD/2021-2022,	19,91,033-	39,821/-	120 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding —**14/06/2022 up to 15.00 hrs.**
Date and time of opening bid -- **15/06/2022 at 12.00 hrs.**
Bid fee Rs. 1000.00 each (non-refundable).
All details are available in the website http://tripuratenders.gov.in.
Submission of tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. A.B.Saha)
Executive Engineer
Bishramganj Division, PWD(R&B)
Bishramganj Sepahijala Tripura

ICA-C-728-22

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে চিঠি প্রেরণ কর্মসূচি পালন করল ডিওয়াইএফআই। ছবি নিজস্ব।

বিলোনীয়ায় আইডিবিআই ব্যাঙ্কে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া,৩০ মে।। ব্যাংকে টাকা রেখে মানুষ নিশ্চিন্তে থাকেন। মানুষের বিশ্বাসযোগ্য ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হল ব্যাংক। আর এই ব্যাংক যখন টাকা নিয়ে মানুষের সাথে জালিয়াতি কিংবা প্রতারণা করে তখন মানুষের বিশ্বাস উঠে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তথ্য প্রমান সহ এই ধরনের একটি আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ উঠে এলো বিলোনিয়া বনকর আইডিবিআই ব্যাংক শাখার বিরুদ্ধে।

আর এই নিয়ে ব্যাংক গ্রাহকদের মধ্যে উদ্বেগ এবং চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ারের বাসিন্দা আইডিবিআই ব্যাঙ্কের গ্রাহক দীপঙ্কর সাহা আজ ব্যাংকে এসে দেখে তার অ্যাকাউন্ট থেকে দীর্ঘ এক মাস আগে ২৬০০০ টাকা চলে যায়। এই দেখে দীপঙ্কর সাহার মাথায় বাজ পড়ার মত অবস্থা। তখন খোঁজ নিয়ে দেখা যায় কলেজ স্কোয়ার এলাকার আরেক গ্রাহক সৌরভ বৈদ্যের একাউন্টে সেই টাকা চলে গেছে। তখন ব্যাংক থেকে সৌরভ বৈদ্যকে ফোন করা হলে বিষয়টি জানতে পেরে সৌরভ বৈদ্যের আকাশ থেকে পড়ার মত অবস্থা।

অর্থাৎ যার একাউন্ট থেকে টাকা গেছে সে যেমন জানেনা আবার যার একাউন্টে টাকা গেছে সেও জানে না। এর মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেছে ব্যাংকের সেলস এক্সিকিউটিভ প্রীতম পাল। ব্যাংকের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায় দীপঙ্কর সাহা। সে জানায় একাউন্ট থেকে টাকা চলে যাওয়ার বিষয়ে তার কাছে কোন মেসেজও আসেনি। এছাড়া সে কাউকে চেক দেয়নি ও নেয়নি। সৌরভের সাথে তার কোন লেনদেনও নেই। সেই কথা স্বীকার করেছে দীপঙ্কর এবং সৌরভ দুজনেই। আর উভয়ই এই ঘটনার জন্য ব্যাংকের কর্মী প্রীতম পালকে দায়ী করেন। এদিকে অভিযুক্ত প্রীতম পালের দাবি সৌরভ নিজেই মানিট্রান্সফার রিসিপ্টে দীপঙ্করের স্বাক্ষর এনে দিয়েছে। আর সৌরভ জানায় প্রীতম সব মিথ্যে কথা বলছে। উভয়ের কথোপকথন এবং ব্যবহারে অর্থ আত্মসাতের বিষয়টা ফুটে উঠছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অভ্রদীপ সরকার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেন ব্যাংকে গ্রাহকদের গচ্ছিত অর্থ সুরক্ষিত। অযথা গ্রাহকরা বিচলিত না হয়ে ব্যাংকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বিশ্বাস রাখার আবেদন জানান। তিনি এও জানান যে ঘটনা ঘটেছে সেই টাকা রিফান্ড করা হয়েছে। তবে প্রীতম পালের বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগের তদন্ত হবে এবং সঠিক তদন্তের মাধ্যমে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তাই ব্যাংক গ্রাহকদের আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য আবেদন জানান তিনি। তবে দীপঙ্কর সাহা এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত এবং এই ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং শাস্তির দাবিতে বিলোনিয়া থানাতে মামলা করেন। এখন দেখার বিষয় ব্যাংক এবং পুলিশি তদন্তে এই ঘটনার প্রকৃত সত্য কি উঠে আসে।

সিআইটিইউর প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ বিলোনীয়া, ৩০ মে।। সোমবার রাজ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় সি আই টি ইউ ৫৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিতহয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানটি হয় মেলার মাঠে সি আই টি ইউর সদর কার্যালয়ে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইটি ইউর রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, সি আই টি ইউর সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ শংকর প্রসাদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটি আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন দেশের অবস্থা দিনের-পর-দিন শোচনীয় হচ্ছে। কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার আগে বর্তমান সরকার দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা ক্ষমতায় আসলে বেকার সমস্যা সমাধান হবে দারিদ্রতা থাকবে না। ভারত বর্ষ আত্মনির্ভর হবে। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। মানুষ তাদের অর্জিত অধিকার ভোগ করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ নীতির ফলে দেশের কৃষি শিল্প বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। অনাহারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি কমছে। সার্বিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সি আই টি ইউ দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন পুঁজিপতি ধনপতি দের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন সিআইডির রাজ্য সভাপতি মানিক দে। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে সিআইটি ইউর প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করার খবর মিলেছে।

সোমবার বিলোনীয়া ছাত্র - যুব ভবন প্রাঙ্গনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সি আই টি ইউর ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন সি আই টি ইউর বিলোনীয়া বিভাগীয় সভাপতি ত্রিলকেশ সিনহা। শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রমিক নেতা তাপস দত্ত, আশিষ দত্ত, অরূপ মজুমদার, সমীর নন্দী, প্রমুখ। শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা শেষে সি আই টি ইউর প্রতিষ্ঠা দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা তাপস দত্ত। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি জোট সরকারের শ্রমিক কৃষক বেকার সহ সাধারন মানুষের স্বার্থ বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।এই সংগ্রামে সমাজের প্রতিটি মানুষকে সমবেত হতে এদিন তাপস দত্ত সকলের কাছে আহ্বান করেন।

বিমান ভাড়া বৃদ্ধি ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি ডিওয়াইএফআইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ মে।। ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশন বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে সোমবার বেলা এগারটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে এক মিছিল সংগঠিত করে বিলোনিয়া মহকুমা পোস্ট অফিসে অত্যধিক পরিমাণে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে পোস্ট অফিস ও ইমেলের এর মাধ্যমে প্রধান মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহন দপ্তরে চিঠি প্রেরণ করে। কর্মসূচি শেষে অত্যাধিক বিমান ভাড়া বৃদ্বির প্রতিবাদ জানিয়ে হয় সভা। সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা বিমান ভাড়া হ্রাস করার জন্য প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ দাবি করেন।পাশাপাশি অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্বির প্রতিবাদ জানিয়ে এদিনের প্রধানমন্ত্রীর নিকট যে ছিঠি প্রেরন করা হয় সে বিষয় উল্লেখ করা হয়। এদিনের ই মেইল ও চিঠি প্রেরন কর্মসূচিতে যুব সংগঠনের কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। কর্মসূচি তে ছিলেন ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক মধুসূদন দত্ত,যুব নেতা গৌতম সেন,মাম্পী সোম,সহ গন সংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিশেষ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আগামী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বি এস ইউ মেধা অন্বেষা ত্রিপুরা চাপ্টার। সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বিষয়ে জানিয়েছেন তারা।

বি এস ইউ মেধা অন্বেষা ত্রিপুরা চাপ্টারের কনভেনার মনোজ রায় এদিন জানিয়েছেন, রাজ্য থেকে বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় যাওয়া রোগীর আত্মীয় পরিজনদের স্বল্প ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্টোডাঙ্গায় একটি জমি পাওয়া গেছে। সেই জমিতে ১০ শয্যার একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। সেখানে স্বল্প মূল্যে থাকতে পারবে রাজ্যের বাসিন্দারা। বি এস ইউ মেধা অন্বেষা ত্রিপুরা চাপ্টারের সদস্য-সদস্যা এবং কলকাতার প্রতিনিধিরা আর্থিক যোগান দেবে। পাশাপাশি কলকাতা প্রিটোরিয়া স্ট্রিট ত্রিপুরা ভবনে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিসব উদযাপন করা হবে। ৬ জুন সল্টলেকের ত্রিপুরা ভবনে অনুরূপ ভাবে লাগানো হবে চারা গাছ। উদয়পুরে স্থাপন করা হবে টেলিস্কোপ। এবারের পরিবেশ দিবসে এই কর্মসূচি গুলি বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তাগণ।

কলমচৌড়ায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩০ মে।। ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করলেন পুটিয়া ৫নং ওয়ার্ড এলাকার রশিদ মিয়া নামে এক ব্যক্তি।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার দুপুর একটার সময় স্বামী-স্ত্রীর বিস্তর ঝগড়ার পরে অভিমানে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে নিজ ঘরে সিলিং এর সাথে স্ত্রীর উড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। পরে এই ঘটনাটি বাড়ির লোকজন দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি তাকে ঝুলানো অবস্থা থেকে নামিয়ে হাসপাতালে আসার আগেই রাস্তায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে তার মৃতদেহ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। পুলিশ গিয়ে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেন। ময়না তদন্ত করার পর পরিবারের হাতে তার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হবে বলে জানান চিকিৎসক। কলমচৌড়া থানায় তার মৃত্যুতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নেয়া হয়েছে।

চাকমাঘাটে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে।। একাংশ রেশন ডিলারদের গাফিলতির কারণে সরকারি রেশনিং ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে।রেশন গ্রাহকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ। ঘটনার তেলিয়ামুড়া খাদ্য দপ্তরে অধীন চাকমা ঘাট এলাকায়। সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তর এর অধীন চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকমাঘাট এলাকায় ন্যায্য মূল্য দোকানে ডিলারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। রেশন ডিলার সময়মতো রেশন দোকান খুলেন না। সকাল আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এবং বিকেল চারটা থেকে সাতটা পর্যন্ত রেশন দোকান খোলার কথা। কিন্তু সময়সূচি অনুসারে নাক খোলার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে আগত রেশন ভোক্তারা প্রতিনিয়তই রেশন সামগ্রী না নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হয়।

এদিকে রেশন দোকানের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ। রেশন দোকানে চাল,ডাল থেকে শুরু করে কেরোসিন সময় মতন রেশন দোকানে গিয়ে না পাওয়ার অভিযোগ। এইদিকে চাকমাঘাট এলাকায় রেশন দোকানে রেশন সামগ্রী নিতে এসে ক্ষুব্ধ হয়ে জানান, প্রতিমাসের রেশন সামগ্রী নিতে এসে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রতিমাসে চার থেকে পাঁচ দিন রেশন দোকানের না আসলে রেশন সামগ্রী পাওয়া যায়না। তিনি আরো জানান মাত্র কয়েকদিন পূর্বে রেশন ডিলার পরিবর্তন করা হয়েছে।

তারপরও রেশন দোকানের সময়সূচী অনুসারে দোকান খোলা হয় না। অনেক সময় খোলা হলেও সময়সূচী না মেনে বন্ধ করে রেশন ডিলার বাড়িতে চলে যায়। আজ তাতে করে দূর দূরান্ত থেকে আসা রেশন গ্রাহকদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এখন দেখার বিষয় তেলিয়ামুড়া মহাকুমার খাদ্য দপ্তর চাকমা ঘাট এলাকার রেশন দোকানের বিরুদ্ধে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

তেলিয়ামুড়ায় ফুট ভেন্ডার জোনের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে।। ফুট ভেন্ডার জোনের উদ্ভোধন হয় সোমবার এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানের উদ্ভোদন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা বিধায়িকা কল্যানী রায়। ন্যাশনাল আর্বান লাইভলিহড মিশনের অধীনে ত্রিপুরা লাইভলিহুড মিশনের উদ্যোগে এবং তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের সহায়াতায় দীন দয়াল উপাধ্যায় স্ট্রীট ভেন্ডার আত্মনির্ভর নিধি যোজনার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের জন্য।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, পুর পরিষদের ডেপুটি সি ই ও শীর্ষেন্দু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

তেলিয়ামুড়া শহরে যে সমস্ত ফাস্ট ফুড বিক্রেতারা এতদিন তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ব্যবসা করত পুর পরিষদের উদ্যোগে এই ফুট ভেন্ডার জোনের মাধ্যমে ফাস্ট ফূট বিক্রেতাদের একত্রিত করে সুসজ্জিত স্টল প্রদানের মাধ্যমে সুবিধা করে দেওয়া হয়। তেলিয়ামুড়ায় মোট ৮ টি এ জাতীয় জোন করে দেওয়ার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সোমবার তেলিয়ামুড়া শহরের প্রান কেন্দ্র অম্পি চৌমুহনীতে প্রাথমিক ভাবে ৮ জন ফাস্ট ফুট বিক্রেতাদের দিয়ে এর সূচনা হয়।

কল্যাণপুরে দিব্যাঙ্গদের সহায়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। দিব্যাঙ্গদের সচল করার লক্ষ্যে এগিয়ে এলো প্রশাসন।সোমবার কল্যাণপুর ব্লকের হল ঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কম্পোজিট রিজিওন্যাল সেন্টার এর উদ্যোগে ৪৬ জন দিব্যাঙ্গজন কে নানা সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের সহায়তায় ছিলো সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যান দপ্তর। সি ডি পি ও অজিত মোহন জমাতিয়া জানান মোট ৪৬ জন কে হুইল চেয়ার, কানে শোনার যন্ত্র, হাঁটার স্টিক ও ট্রাই সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ব্লক ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল আগরতলা থেকে আসা দপ্তর এর গোপেশ সাহা ও রাজকমল পান্ডে। বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কোন দিব্যাঙ্গজন যেনো নিজেকে অসহায় না ভাবে তার জন্য সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন দপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও সেই কাজ হচ্ছে।

১৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়ায় তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ মে।। জনজীবনে জ্বলন্ত সমস্যা গুলিকে সমাধানের লক্ষ্যে ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে এক গণ-অবস্থান সংগঠিত করা হয় ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে সোমবার দুপুরে। এদিনের এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটি কার্যালয়ের সামনে। এদিনের এই গণ অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা, গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হেমন্ত জমাতিয়া, এছাড়া ছিলেন প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী দাস সহ বাম সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

লোকনাথ ঠাকুরের ১৩২ তম তিরোধান উৎসবকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুরে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। শ্রী শ্রী লোকনাথ ঠাকুরের ১৩২ তম তিরোধান উৎসব কে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর নতুন মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন কল্যাণপুর লোকনাথ সেবা মন্দির কমিটির উদ্যোগে আজ অর্থাৎ সোমবার বিকেলে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুর এলাকার ৫০ জন মহিলা পুরুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ব্লকের চেয়ারপারসন সোমেন গোপ, কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস দেব রায়, কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর শুভ্রাংশু ভট্টাচার্য,সহ অন্যান্য জনেরা। স্বাগত আলোচনা করেন আশ্রম এর পক্ষে প্রাক্তন শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ মোদক এবং জোহর দে। সভাপতি ছিলেন মিলন চক্রবর্তী। ২০ বছর ধরে কল্যাণপুর লোকনাথ সেবা মন্দির এর উদ্যোগে এই তিরোধান উৎসব হয়ে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। এ দিন শেষে হয় ভাগবত প্রবচন। কল্যাণপুর এর বিভিন্ন এলাকা থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ সমস্ত অংশের মানুষ আজকের অনুষ্ঠানে শামিল হন। বাবা লোকনাথের তিরোধান উৎসব কে কেন্দ্র করে আরো বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। যার মধ্যে থাকছে সাফাই অভিযান মিষ্টি বিতরণ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষে সবার মধ্যে হবে মহাপ্রসাদ বিতরণ আগামী ৩ জুন। বস্ত্র পেয়ে বেজায় খুশি। পাশাপাশি এদিন কিছু মশারি বিতরণ করা হয়। এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছয় দিনব্যাপী তিরোধান উৎসবের সূচনা হয় সোমবার বিকেলে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের শুভ অক্ষয় তৃতীয়া মেগা ড্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে সৌভাগ্যবান বিজয়ীদের শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স নিবেদিত "শুভ অক্ষয় তৃতীয়া" মেগা ড্র পুরস্কার দেওয়া হয়েছে জ্জঅতিমারীর জন্য দুবছর পরে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের "শুভ অক্ষয় তৃতীয়া" অনুষ্ঠান হল। আর ঠিক দুবছর ধরে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান ঘিরে ক্রেতাদের যে আবেগ ছিল তা তাদের অংশগ্রহণে প্রতিফলিত হয়। অক্ষয় তৃতীয়ায় শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের প্রতিটি শোরুম উৎসবে পরিণত হয়েছিল ।পবিত্র এই উৎসবে শ্যাম সুন্দর জুয়েলার্সের সব শোরুমে ছিল সোনা ও হিরের নতুন নতুন সম্ভার ও ক্রেতাদের জন্য আকর্ষণীয় সব উপহার।

ক্রেতাদের জন্য ছিল ডেইলি লাকি ড্রয়, ও মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টে বাজাজ পালসার বাইক জেতার সুযোগ।আজ এক বিশেষ উপস্থাপনার মাধ্যমে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার এবং শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর অধিকর্তা অর্পিতা সাহা ও রূপক সাহা তিন সৌভাগ্যবান বিজেতাদের হাতে বাজাজ পালসার বাইক তুলে দেন।দীপা কর্মকার বলেন, " আমি এখানে আসতে পেরে ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানাই ও তাদের উজ্জ্বল ভবিষৎ কামনা করি।" তিনি আরো জানান, আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স কে ধন্যবাদ জানাই। এই সংস্থা এই ভাবে ভালো কাজের ধারা বজায় রাখুক।'মেগা লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে পুরস্কার পেলেন কারোলিন জামাতিয়া, শুক্লা দেবনাথ ও টিঙ্কু পাল।

পুরস্কার পেয়ে তিন জন খুব উচ্ছ্বসিত। তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাদের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠে ।"আমাদের অনুষ্ঠানে অভাবনীয় ভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য আমরা ক্রেতা বন্ধুদের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁদের উৎসাহ আমাদের আলাদা কিছু করতে উৎসাহ যোগায়। অর্থ ও সম্পদের গুরুত্ব বুঝে আরো পথ যেতে পারি যাতে আমরা ক্রেতা বন্ধুদের জন্য আরো সুযোগ দিতে পারি" বলেন শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর অর্পিতা সাহা।শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, "অন্যান্য বছরের মতো এবছরও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর ' শুভ অক্ষয় তৃতীয়া' সফল হয়েছে। ক্রেতা বন্ধুদের প্রত্যাশা মতো তাঁদের উন্নত গুণমানের গয়না সামগ্রী, পরিষেবা ও তাদের খরচ করা অর্থের মূল্য দিতে পেরেছি। সবাইকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা'।

মহিলা পুলিশ ভলান্টিয়াররা বেতনের দাবীতে পুলিশ সদর কার্য্যালয়ে ঘেরাও করেছেন সোমবার। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত মামলায় জামিন পেলেন কুণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ মে।। ত্রিপুরায় ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত সংক্রান্ত মামলায় জামিন পেয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আজ ৩০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে অমরপুর আদালত জামিন মঞ্জুর করেছে। আদালত থেকে বেড়িয়ে কুণালের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একাধিক থানায় মামলা হয়েছে। তাতে, তৃণমূল কর্মীদের কাছে তাঁকে পৌছাতে সহযোগীতা করবে।

এদিনের কুণালের আইনজীবি অয়ন চক্রবর্তী বলেন, ২০২১ সালে ত্রিপুরায় পুর নির্বাচনের প্রাক্কালে সীতার পাতাল প্রবেশ নিয়ে মন্তব্যের জেরে পাঁচটি পৃথক মামলা জড়িয়েছেন তাঁর মক্কেল। তাতে আজ তিনটি মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে। তাই, কুণাল ঘোষ আজ আদালতে হাজিরা দিয়েছেন।

অয়নের বক্তব্য, কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধি ২৯৫এ, ২৯৮ এবং ৫০৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। অথচ, পৌরাণিক কথা অনুযায়ী সীতার পাতাল প্রবেশের কাহিনী সকলেই অবগত রয়েছেন। তাই, ওই মামলা খারিজের দাবিতে আজ আদালতে সওয়াল করেছি। তিনি জানান, ইতিমধ্যে তাঁর মক্কেল থানায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেখানে রামায়ণ উল্লেখ করে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আজ আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনার পর ৩০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে কুণাল ঘোষের জামিন মঞ্জুর করেছে।এদিকে, আদালত থেকে বেড়িয়ে কুণাল জামিন পেয়ে খুশি ব্যক্ত করেছেন। সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মামলায় বিজেপি কার্যত তৃণমূলের উপকার করেছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, রাম-সীতা নিয়ে মন্তব্যে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু, কাউকে আঘাত করার জন্য কিছুই বলিনি। তাঁর দাবি, জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে তৃণমূল কর্মীদের উপর হিংসায় জানতে খুবই ইচ্ছে করে তাঁরা সীতার পাতাল প্রবেশের কাহিনী নিশ্চয়ই জানেন। তিনি বলেন, মামলা দিয়ে তৃণমূলকে আটকানো সম্ভব নয়। বরং আজ ওই মামলার কারণেই অমরপুরে তৃণমূল কর্মীদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।